রেলওয়েজ আইন

[The Railways Act IX of 1890]

প্রথম অধ্যায়

১। **শিরোনাম, আওতা এবং কার্যকরিতা শুরু :** (১) এই আইনটি ১৮৯০ সালের রেলওয়েজ আইন নামে অভিহিত হইবে।

(২) ইহা বাংলাদেশের সর্বত্র এবং সকল নাগরিকের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হইবে, তাহারা যেখানেই থাকুক না কেন।

(৩) ইহা ১৮৯০ সালের ১লা মে হইতে বলবৎ হইবে।

২। বাতিল।

৩। **সংজ্ঞা :** বিষয়বস্তু ও প্রসঙ্গ অনুসারে বিপরীত কোন অর্থ না বুঝাইলে অত্র আইনের সংজ্ঞা অনুসারে নিম্নোক্তগুলির দ্বারা নিম্নরূপ অর্থ বুঝাইবে—

(১) বাতিল;

(২) 'ফেরী' বলিতে নৌকার সেতু, পন্টুন বা ভেলা, ভাসমান সেতু, [illegible] সেতু, অস্থায়ী সেতু এবং উক্তরূপ ফেরীতে আরোহণের সোপান এবং অবতরণের স্থানকে বুঝাইবে;

(৩) 'অভ্যন্তরীণ জলভাগ বা জলাশয়' বলিতে যে-কোন খাল, নদী, হ্রদ অথবা নৌবাহনযোগ্য জলভাগ বা জলাশয়কে বুঝাইবে;

(৪) 'রেলওয়েজ' বলিতে রেলপথ অথবা উহার কোন অংশ, যাহার সাহায্যে যাত্রী বা পশুপক্ষী ইত্যাদি এবং জনসাধারণের মালপত্র এক স্থান হইতে অন্য স্থানে বহন করা হয় এবং রেল লাইন সংলগ্ন বেড়া দিয়া ঘেরা জমি, সকল রেলপথ (rails) অথবা সংযুক্ত শাখা লাইন, সকল স্টেশন গৃহ, গুদাম বা রেলপথ সংক্রান্ত কারখানা ও

যন্ত্রপাতি এবং রেলওয়ে কর্তৃপক্ষ কর্তৃক নিয়ন্ত্রিত বা ভাড়া ক[illegible] প্রকার ফেরী নৌকা, জাহাজ অথবা স্টীমারকে বুঝাইবে।

(৫) বাতিল;

(৬) 'রেলওয়ে প্রশাসন' (Administration) অথবা 'প্রশাসন বাংলাদেশ রেলওয়ের ম্যানেজার এবং সরকারকেও বুঝাইবে;

(৭) 'রেলওয়ের কর্মী বা কর্মচারী' (Railway servant) রেলওয়ে কর্তৃপক্ষ কর্তৃক রেলওয়েতে কাজ করার জন্য নিযুক্ত কর্মচারীকে বুঝাইবে;

(৮) 'ইন্সপেক্টর' (Inspecter) বলিতে অত্র আইনের অধী রেলওয়ে ইন্সপেক্টরকে বুঝাইবে;

(৯) 'মালপত্র' (goods) বলিতে সর্বপ্রকারের নিশ্চল বা জ বুঝাইবে;

(১০) 'রোলিং স্টক' (Rolling stock) বলিতে সর্বপ্রকা[illegible] বগী, মালগাড়ী, মটরযান এবং সকল প্রকার ট্রলি বুঝাইবে;

(১১) 'ট্রাফিক, (Traffic) বলিতে সর্ব প্রকারের চল গাড়ী, যাত্রী, পশু-পক্ষী কিংবা মালামাল বুঝাইবে;

(১২) 'থ্রু ট্রাফিক' (Through traffic) বলিতে দুই বা রেল কর্তৃপক্ষ কর্তৃক নিয়ন্ত্রিত রেলপথে যে যাত্রী বা মালামাল করে তাহা বুঝাইবে;

(১৩) 'রেট' (Rate) বলিতে যাত্রী, পশুপক্ষী ও মালামা মাশুল বা ভাড়া অথবা অন্যান্য চার্জ বুঝাইবে;

(১৪) 'টার্মিনালস' (Terminals) বলিতে স্টেশনের [illegible] গাড়ী সরানো, ঘাট বা জেটিতে রাখা, ডিপো বা মালগুদাম ইত্যাদি এবং অনুরূপভাবে অন্যান্য যে-কোন সার্ভিস প্রদান উহার ভাড়া বা মাশুল বুঝাইবে;

(১৫) 'পাশ' (Pass) বলিতে রেলওয়ে প্রশাসন অথব প্রশাসন কর্তৃক এই ব্যাপারে নিযুক্ত কোন অফিসার কর্তৃক কো কর্মচারীকে প্রদত্ত বিনা ভাড়ায় রেলে যাতায়াত করিবার বুঝাইবে;

(১৬) 'টিকেট' (Ticket) বলিতে একবার ভ্রমণের টিকেট, একবার ভ্রমণ করিয়া প্রত্যাবর্তনের টিকেট এবং সিজেন টিকেটও বুঝাইবে;

(১৭) 'মন' (maund) বলিতে তিন হাজার দুইশত তোলার ওজনকে বুঝাইবে এবং;

(১৮) 'কালেক্টর' (Collector) বলিতে জেলার ভূমি-রাজস্ব সম্পর্কিত কোন কর্মকর্তা বা অফিসারকে বুঝাইবে।

দ্বিতীয় অধ্যায়

৪। ইন্সপেক্টরের নিযুক্তি ও তাহার কর্তব্য ও দায়িত্ব : (১) সরকার যে-কোন ব্যক্তিকে উহার ব্যক্তিগত নামে অথবা পদাধিকারে রেলওয়ের ইন্সপেক্টর হিসাবে নিযুক্ত করিতে পারিবেন।

(২) রেলওয়ের এইরূপ ইন্সপেক্টরের কর্তব্য ও দায়িত্ব হইবে—

(ক) রেলপথ পরিদর্শন করা এবং উহা যাত্রী সাধারণের চলাচলের জন্য যাত্রীবাহী গাড়ী চালু করার উপযুক্ত কিনা সেই সম্পর্কে অত্র আইনের বিধান মোতাবেক সরকারের নিকট রিপোর্ট পেশ করা;

(খ) নিয়মিতভাবে নির্দিষ্ট সময়ের জন্য রেলপথ পরিদর্শন অথবা সরকারের নির্দেশ মোতাবেক অন্যান্য পরিদর্শন অথবা রেলওয়েতে ব্যবহৃত যে-কোন বিশেষ যানবাহন বা সরঞ্জামাদি পরিদর্শন করা;

(গ) রেলওয়েতে সংঘটিত কোন দুর্ঘটনার কারণ সম্পর্কে এই আইনের বিধান মোতাবেক তদন্ত করা;

(ঘ) অত্র আইনের অধীনে অথবা বলবৎ অন্য যে-কোন বিধিবদ্ধ আইনের রেলওয়ে সম্পর্কিত বিধান মোতাবেক অর্পিত বা আরোপিত অন্যান্য কর্তব্য সম্পাদন করা।

৫। ইন্সপেক্টরের ক্ষমতা : অত্র আইনের অধীনে করণীয় কর্তব্য অথবা প্রদত্ত কর্তৃত্ব বা দায়িত্ব পালনের উদ্দেশ্যে একজন ইন্সপেক্টর

দণ্ডবিধির বিধান অনুসারে সরকারী কর্মচারী বলিয়া বিবেচিত হই এবং সরকারের নিয়ন্ত্রণাধীনে এই উদ্দেশ্যে নিম্নোক্ত ক্ষমতার অধি হইবেন :—

(ক) যে-কোন রেলপথ অথবা রেলগাড়ী বা রেলওয়ে যানব প্রবেশ এবং পরিদর্শন;

(খ) রেলওয়ে প্রশাসনের প্রতি প্রদত্ত লিখিত আদেশ বলে যে-রেল কর্মচারীকে তাহার সম্মুখে হাজির হইতে এবং তাহার বি মোতাবেক যে-কোন রেল কর্মচারী অথবা রেলওয়ে প্রশাসনের হইতে যে-কোন প্রশ্নের জবাব বা রিটার্ন দাখিলের নির্দেশ দান ক

(গ) যে-কোন রেলওয়ে প্রশাসনের নিয়ন্ত্রণাধীনে রক্ষিত যে-বহি বা দলিলপত্র, যাহা তিনি পরিদর্শন করা প্রয়োজন বলিয়া করিবেন তাহা দাখিলের নির্দেশ দান করিতে পারিবেন।

৬। ইন্সপেক্টরকে তাহার কর্তব্য পালনের সুযোগ অত্র আইনের অধীনে ইন্সপেক্টরের উপর অর্পিত কর্তব্য ও দায়িত্ব এবং প্রদত্ত ক্ষমতা প্রয়োগের জন্য রেলওয়ে প্রশাসন সকল প্রকার সঙ্গত সুযোগ ও সুবিধা প্রদান করিবেন।

তৃতীয় অধ্যায়

৭। রেলওয়ে প্রশাসনের সকল প্রকার প্রয়োজনীয় সম্পাদনের ক্ষমতা বা অধিকার : অত্র আইনের বিধান মে জনকল্যাণ বা জনস্বার্থের প্রয়োজনে রেলপথ নির্মাণ অথবা উহা প্রয়োজনীয় স্থান সংকুলান এবং সংশ্লিষ্ট অন্যান্য নির্মাণ কার্যে রেলওয়ে প্রশাসনের মালিকানাধীন নয় এমন স্থাবর সম্পত্তি, অ আইনের আওতাধীনে হুকুম দখল করিতে পারিবেন, অন্য কোন যাহাই থাকুক না কেন, যেমন—

(ক) রেলওয়ে প্রশাসনের বিবেচনা অনুযায়ী কোন ভূমি ভূমির উপর দিয়া অথবা ভূমির মধ্য দিয়া অথবা কোন রাস্তা,

উপত্যকা, রেলপথ অথবা কোন নদী, খাল, ছোট নদী অথবা অন্যান্য জলাশয়ে কোন নর্দমা, পানির পাইপ, গ্যাস পাইপ অথবা টেলিগ্রাফ লাইন, অস্থায়ী বা স্থায়ী খিলান বা তোরণ, সুড়ঙ্গ, কালভার্টস, বাঁধবন্দী, সেতু, সড়ক, রেলপথ ইত্যাদি নির্মাণ ;

(খ) কোন সুড়ঙ্গ, সেতু ও সড়ক নির্মাণ ও রক্ষণাবেক্ষণ অথবা কোন কাজের উদ্দেশ্যে কোন নদী, ছোট নদী, স্রোতধারা অথবা কোন জল প্রবাহের গতি পরিবর্তন করা এবং রেল প্রশাসনের বিবেচনা মোতাবেক সহজ ও সুবিধাজনকভাবে রেলপথের উপর দিয়া অথবা নিম্ন দিয়া অথবা পার্শ্ব [illegible] প্রবাহিত করিবার উদ্দেশ্যে কোন নদী, ছোটনদী স্রোতধারা বা জল প্রবাহের গতি পরিবর্তন করা অথবা কোন রাস্তা বা সড়কের উচ্চতা উন্নীত করা অথবা উচ্চতাকে সমতল বা সমান করা ;

(গ) রেলপথ সংলগ্ন ভূমির মধ্যে অথবা ভূমির উপরিভাগে অথবা ভূমির নিম্ন দিয়া রেলপথের পানি নিষ্কাশন অথবা পানির প্রবাহ বৃদ্ধি করার জন্য প্রয়োজনীয় নর্দমা বা পয়ঃপ্রণালী ইত্যাদি নির্মাণ করা ;

(ঘ) রেল প্রশাসনের বিবেচনা মোতাবেক প্রয়োজনীয় গৃহ, মালগুদাম, অফিস গৃহ এবং অন্যান্য অট্টালিকা ইত্যাদি নির্মাণ এবং স্টেশন, স্টেশন প্রাঙ্গন, ঘাঁট বা জেটি, ইঞ্জিন ও মেশিনারী ও যন্ত্রপাতি ইত্যাদি রক্ষণাবেক্ষণের জন্য গৃহ ইত্যাদি নির্মাণ করা ;

(ঙ) উল্লিখিতরূপ গৃহ বা বিল্ডিং এবং অন্যান্য সুবিধাজনক স্থান ইত্যাদির পরিবর্তন, মেরামত ইত্যাদি করা অথবা উহাদের স্থলে অন্য কোন বিকল্প ব্যবস্থা করা ; এবং

(চ) রেলওয়ে নির্মাণ করা, সংরক্ষণ বা রক্ষণাবেক্ষণ, পরিবর্তন অথবা মেরামত ইত্যাদি এবং ব্যবহারের জন্য অন্যান্য সকল প্রকার কার্য সম্পাদন করা।

(২) অত্র ধারার (১) উপধারার অধীনে প্রদত্ত বা অর্পিত ক্ষমতা রেল প্রশাসন, সরকারের নিয়ন্ত্রণাধীনে অথবা নিয়ন্ত্রণ সাপেক্ষে প্রয়োগ করিবে।

৮। পাইপ, তার ও নর্দমাসমূহের পরিবর্তনঃ অত্র আইনের অধীনে অর্পিত বা প্রদত্ত ক্ষমতা বলে এবং উহা প্রয়োগের উদ্দেশ্যে রেলওয়ে প্রশাসন যে-কোন গ্যাস বা পানির পাইপ অথবা বায়ু চাপ এবং

বিদ্যুৎ লাইন অথবা প্রধান নর্দমা ছাড়া যে-কোন নর্দমার পরিবর্তন সাধন করিতে পারিবেন ;

অবশ্য, (ক) রেলওয়ে প্রশাসন যখন এইরূপ পাইপ লাইন, বিদ্যুৎ লাইন অথবা নর্দমা ইত্যাদির অবস্থা পরিবর্তনের ইচ্ছা করিবেন তাহার পূর্বে অবশ্যই যুক্তিসঙ্গতভাবে এইরূপ পরিবর্তনের অভিপ্রায় এবং কখন এইরূপ পরিবর্তনের কাজ শুরু হইবে, সেই সম্পর্কে, স্থানীয় কর্তৃপক্ষ অথবা কোম্পানী ইত্যাদি, যাহাদের নিয়ন্ত্রণাধীনে উক্তরূপ পানি ও গ্যাস লাইন ও বিদ্যুৎ লাইন ইত্যাদি রহিয়াছে তাহাদিগকে নোটিশ প্রদান করিবেন। তবে যদি এইগুলি কোন স্থানীয় কর্তৃপক্ষ বা কোম্পানীর নিয়ন্ত্রণাধীন না হইয়া কোন ব্যক্তির নিয়ন্ত্রণাধীন থাকিবে, তখন সেই ব্যক্তিকে নোটিশ প্রদান করিতে হইবে ;

(খ) উল্লিখিত (ক) শর্তাধীনে নোটিশ প্রাপ্ত হইয়া কোন স্থানীয় কর্তৃপক্ষ অথবা কোন কোম্পানী বা কোন ব্যক্তি উক্তরূপ পরিবর্তন তদারকের জন্য কোন ব্যক্তিকে নিয়োগ করিতে পারিবেন এবং রেল প্রশাসন উক্ত তদারককারী ব্যক্তির যুক্তিসঙ্গত সন্তুষ্টি মোতাবেক পরিবর্তন কার্য সম্পন্ন করিবেন এবং এইরূপ পরিবর্তন বা নির্মাণ কার্য পরিচালনা কালে গ্যাস, পানি, বিদ্যুৎ ইত্যাদির সরবরাহ অথবা নর্দমা ইত্যাদির স্বাভাবিক কার্য করিতা রক্ষার জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করিবেন।

৮-ক। সরকারী সম্পত্তির সংরক্ষণ বা তত্ত্বাবধান করা। পূর্ববর্তী দুইটি ধারার বিধান মোতাবেক সরকারের অনুমতি ছাড়া সরকারী মালিকানাধীন অথবা সরকারের দখলীকৃত বা নিয়ন্ত্রণাধীনে কোন সম্পত্তি অনুরূপ কোন কার্য বা নির্মাণ কার্য ইত্যাদি পরিচালনার কোন অধিকার বা অধিকার কাহাকেও দেওয়া হয় নাই।

৯। কোন মেরামত কার্য অথবা দুর্ঘটনা নিবারণ কল্পে ভূমিতে অস্থায়ীভাবে প্রবেশঃ (১) কোন প্রকার বিচ্যুতি বা দুর্ঘটনা ঘটিলে অথবা দুর্ঘটনার আশঙ্কা দেখা দিলে, উহার প্রতিকার করার জন্য রেল প্রশাসনের নিয়ন্ত্রণাধীনে খাল বা খাদ খনন, বাঁধ নির্মাণ ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় কার্য সম্পাদনের জন্য এবং মেরামত অথবা দুর্ঘটনা প্রতিরোধের উদ্দেশ্যে এবং অন্যান্য প্রয়োজনীয় কার্য সম্পাদনের

রেলপথ সংলগ্ন ভূমিতে প্রবেশের জন্য সরকার যে-কোন রেল প্রশাসনকে ক্ষমতা অর্পণ করিতে পারিবেন।

(২) জরুরী প্রয়োজন দেখা দিলে উল্লিখিত কার্য সম্পাদনের জন্য রেল প্রশাসন পূর্বাহ্নে সরকারী অনুমোদন ছাড়াই উক্তরূপ ভূমিতে প্রবেশ করিতে পারিবেন।

তবে এইরূপ ক্ষেত্রে অনুরূপ প্রবেশের পর ৭২ ঘণ্টার মধ্যে দুর্ঘটনা অথবা সম্ভাব্য দুর্ঘটনার প্রকৃতি এবং উহার জন্য প্রয়োজনীয় কার্য সম্পাদনের বিবরণ সহকারে সরকারের নিকট রিপোর্ট দাখিল করিতে হইবে এবং অত্র উপধারার অধীনে রেল প্রশাসনের উপর অর্পিত ক্ষমতার অবসান ঘটিবে, যদি রিপোর্ট প্রাপ্তির পর উহা পর্যালোচনা করিয়া সরকার মনে করেন যে জননিরাপত্তার প্রয়োজনে রেল প্রশাসন কর্তৃক এইরূপ ক্ষমতা প্রয়োগের কোন প্রয়োজন নাই।

১০। **আইনসঙ্গত ক্ষমতা প্রয়োগের ফলে সাধিত ক্ষতির দরুন ক্ষতি পূরণ প্রদান:** (১) এই অধ্যায়ের পূর্ববর্তী ধারাসমূহের যে-কোন একটির বিধান মোতাবেক রেল প্রশাসনের উপর অর্পিত ক্ষমতা প্রয়োগের ফলে কোন ক্ষতি সাধিত হইলে রেল প্রশাসন অবশ্যই সেই ক্ষতি পূরণ করিতে বাধ্য থাকিবে।

(২) এইরূপ ক্ষতিপূরণ আদায়ের জন্য আদালতে কোন মামলা দায়ের করা চলিবে না। তবে ক্ষতিপূরণের টাকার পরিমাণ সম্পর্কে কোন বিরোধ দেখা দিলে কালেক্টরের নিকট দরখাস্ত বা আবেদন পেশ করিতে হইবে এবং কালেক্টর কর্তৃক উহার নিষ্পত্তি হইবে বা নির্ধারিত হইবে এবং সেইমত ক্ষতিপূরণ প্রদান করা হইবে। এই ব্যাপারে ১৮৯৪ সালের ভূমি হুকুম দখল আইনের যথাসম্ভব ১১ ধারা হইতে ১৫ ধারা, ১৮ ধারা হইতে ৩৪ ধারা এবং ৫৩ ধারা হইতে ৫৪ ধারার বিধান প্রযোজ্য হইবে এবং এই প্রসঙ্গে চূড়ান্ত রায় বা রোয়েদাদ ঘোষণার ক্ষেত্রে উক্ত আইনের ৫১ ও ৫২ ধারার বিধান প্রযোজ্য হইবে।

১১। **রেলপথ সংলগ্ন ভূমি মালিকদের জন্য সুযোগ-সুবিধার ব্যবস্থা:** (১) রেলপথ সংলগ্ন ভূমির মালিক ও দখলকারগণের সুযোগ-সুবিধার জন্য রেলওয়ে প্রশাসন নিম্নলিখিত কার্যাবলী সম্পাদন ও উহা রক্ষণা-বেক্ষণের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করিবে; যেমন—

(ক) সরকারের অভিমত অনুসারে যে সকল ভূমির মধ্য দিয়া রেলওয়ে লাইন নির্মাণ করা হইয়াছে বা রেলপথ চলিয়া গিয়াছে এবং তাহার ফলে (চলাচলের ক্ষেত্রে) যে প্রতিবন্ধকতা বা বিঘ্ন সৃষ্টি হইয়াছে উহার প্রতিকারকল্পে বা অসুবিধা নিরসনের জন্য রেলপথ গামী অথবা রেলপথ হইতে অথবা রেলপথের উপর দিয়া, নিম্ন দিয়া, অথবা উহার পার্শ্ব দিয়া প্রয়োজনীয় সংখ্যক চলাচলের পথ বা ক্রসিং, সেতু, খিলান ও ভূগর্ভস্থ বৈদ্যুতিক তারের পাইপ লাইন প্রভৃতি নির্মাণ; এবং

(খ) সরকারের অভিমত বা বিবেচনা মোতাবেক, রেলপথ নির্মাণের ফলে উক্তরূপ ভূমি এবং উহার পার্শ্ববর্তী ভূমি হইতে স্বাভাবিক পানি নিষ্কাশনে যে বাধা বা বিঘ্নের সৃষ্টি হইয়াছে উহার প্রতিকার বা সমাধান কল্পে যথেষ্ট পরিমাণে প্রশস্ত প্রয়োজনীয় সংখ্যক খিলান, সুড়ঙ্গ, ভূগর্ভস্থ পয়ঃপ্রণালী, নর্দমা, জলপ্রবাহ এবং অন্যান্যরূপ পানি নিষ্কাশন পদ্ধতি নির্মাণ করা।

(২) এই আইনের অন্যান্য বিধান সাপেক্ষে, অত্র ধারার (১) উপ-ধারার (ক) ও (খ) অনুচ্ছেদে বর্ণিত ও নির্ধারিত কার্যাবলী রেলপথ নির্মাণকালে অথবা নির্মাণের অব্যবহিত পরেই সম্পন্ন করিতে হইবে এবং এমন পদ্ধতিতে করিতে হইবে, যাহাতে যে সকল ভূমির উপর দিয়া রেল-পথ নির্মাণ করা হইয়াছে অথবা উক্তরূপ কার্য সম্পাদনের সহিত সংশ্লিষ্ট জনসাধারণের যথাসম্ভব কোন ক্ষতি বা অসুবিধার সৃষ্টি হয়।

(৩) এই ধারার পূর্ববর্তী বিধানসমূহ আবার নিম্নলিখিত শর্ত-সাপেক্ষে প্রযোজ্য; যথা—

(ক) রেলওয়ে প্রশাসন এমন কোন পুনর্বাসন কার্য এইরূপ পদ্ধতিতে সম্পন্ন করিবে না, যাহা রেলওয়ের কার্য পরিচালনা বা রেলওয়ে-ব্যব-হারের ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধকতা বা বিঘ্ন সৃষ্টি করিতে পারে, অথবা এমন কোন পুনর্বাসন কার্য সম্পন্ন করিবে না যাহার সহিত সংশ্লিষ্ট ভূমির মালিক বা দখলকার ক্ষতিপূরণ গ্রহণে সম্মত হইয়াছে এবং তাহাদের কোন পুনর্বাসনের প্রয়োজন নাই বিবেচনা করিয়া ক্ষতিপূরণ প্রদান করা হইয়াছে;

(খ) এই অধ্যায়ে ইহার পরবর্তী পর্যায়ে প্রদত্ত বিধানকে সংরক্ষিত রাখিয়া, কেবল মাত্র সরকারী নির্দেশ ব্যতীত, ভূমির মালিক অথবা

ব্যবহারের ব্যবহারের জন্য পুনরায় বা অতিরিক্ত কোন পুনর্বাসন কার্য সম্পাদনের প্রয়োজনীয় ব্যয় নির্বাহের জন্য, রেলপথ নির্মাণ এবং সর্বসাধারণের জন্য রেলওয়ে ট্রাফিক চালুর তারিখ হইতে দশ বৎসর অতিক্রান্ত হইবার পর রেলওয়ে প্রশাসনকে বাধ্য করা যাইবে না ;

(গ) কোন রাস্তা বা জলস্রোত অতিক্রমনের জন্য রেলওয়ে প্রশাসন যে ক্ষেত্রে উপযুক্ত পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করিয়াছে এবং পরবর্তীকালে বা সময়ে উক্ত রাস্তা বা জলস্রোতের নিয়ন্ত্রণকারী ব্যক্তির কোন কার্য বা অবহেলার দরুন উহার গতি পরিবর্তিত হইলে, উক্তরূপ রাস্তা বা জলস্রোত অতিক্রমণের জন্য পুনরায় অন্য কোন পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করার জন্য রেলওয়ে প্রশাসনকে বাধ্য করা যাইবে না।

(৪) এই ধারার (১) উপধারার অধীনে কোন কার্য সম্পাদনের কাজ শুরু করার জন্য সরকার সময় নির্ধারিত করিয়া দিতে পারিবেন এবং নির্ধারিত তারিখের পর ১৪ (চৌদ্দ) দিন অতিক্রান্ত হইবার পরও যদি রেলওয়ে প্রশাসন কার্য শুরু করিতে ব্যর্থ হয় অথবা শুরু করার পরও যথাযোগ্য যত্ন ও পরিশ্রম সহকারে এবং যথাযোগ্য পদ্ধতিতে উহা কার্যকরী করার জন্য সচেষ্ট হইতে ব্যর্থ হয়, তাহা হইলে সেই ক্ষেত্রে সরকার নিজেই উহা কার্যকরী করিতে পারিবেন এবং রেলওয়ে প্রশাসনের নিকট হইতে উহা কার্যকরীকরণের জন্য ব্যয়িত অর্থ আদায় করিতে পারিবেন।

১২। অতিরিক্ত পুনর্বাসন কার্য সম্পাদনে ভূমির মালিক, দখলদার অথবা স্থানীয় কর্তৃপক্ষের ক্ষমতা : যদি কোন ভূমির মালিক বা দখলদার রেলপথ নির্মাণের দ্বারা ক্ষতিগ্রস্ত হয় এবং পূর্ববর্তী দুইটি ধারার অধীনে সম্পাদিত বা সম্পন্ন পুনর্বাসন কার্য ভূমির সুবিধাজনক ব্যবহারের জন্য যথেষ্ট নহে বলিয়া মনে করে অথবা যদি সরকার বা স্থানীয় কর্তৃপক্ষ রেলপথের মধ্য দিয়া, উপর দিয়া অথবা তলদেশ দিয়া সাধারণের চলাচলের জন্য কোন রাস্তা নির্মাণ অথবা অন্য কোন কার্য সম্পাদনের ইচ্ছা মনস্থ করে, তাহা হইলে সেই ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি অথবা সরকার বা স্থানীয় কর্তৃপক্ষ যে-কোন সময়ে উহাদের বিবেচনা মোতাবেক রেলওয়ে প্রশাসনের সম্মতিক্রমে নিজ ব্যয়ে প্রয়োজনীয় অতিরিক্ত পুনর্বাসন কার্য সম্পাদন করিতে পারিবেন। তবে রেল প্রশাসনের

সহিত কোন প্রকার মতান্তর হইলে সরকারের অনুমোদন সাপেক্ষে উহা সম্পাদন করিতে পারিবেন।

১৩। বেড়া, পর্দা, ফটক বা প্রতিবন্ধক নির্মাণ : সরকার কর্তৃক উহার নির্দেশে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে অথবা উহার দ্বারা পুনরায় বা পরবর্তী নির্ধারিত সময়ের মধ্যে—

(ক) রেলওয়ে প্রশাসন কর্তৃক রেলপথ বা উহার কোন অংশের সীমানা চিহ্নিত করা বা বেড়া নির্মাণ অথবা পুনঃনির্মাণ করা এবং উহার সহিত সংশ্লিষ্ট রাস্তা নির্মাণের ব্যবস্থা করিতে হইবে ;

(খ) রেল প্রশাসন কর্তৃক রেলপথের পার্শ্ববর্তী রাস্তায়, চলমান রেলগাড়ী দেখিয়া এবং উহার শব্দ শুনিয়া ভীত-সন্ত্রস্ত ঘোড়া বা অন্যান্য জীব-জানোয়ারের বিপদ হইতে যাত্রীদের নিরাপত্তা বিধানের জন্য রেলপথ নির্মাণের পূর্বেই উহাকে পর্দার ন্যায় কোন প্রকারে আবৃত করার ব্যবস্থা করিতে হইবে ;

(গ) রেলপথ যে সকল স্থানে সাধারণের চলাচলের রাস্তা বা পথ অতিক্রম করিয়াছে, রেল প্রশাসন কর্তৃক সেই সকল স্থানে উপযুক্ত গেট, শিকল, প্রতিবন্ধক অথবা হস্ত চালিত লৌহ গরাদ (Rail) ইত্যাদি স্থাপন অথবা পুনঃস্থাপন করিতে হইবে ;

(ঘ) উক্ত প্রকারের গেট, শিকল অথবা প্রতিবন্ধকতা প্রভৃতি উন্মুক্তকরণ এবং বন্ধ করার জন্য রেল প্রশাসন কর্তৃক প্রয়োজনীয় লোক বা কর্মচারী নিয়োগ করিতে হইবে।

১৪। রেলপথের উপর দিয়া এবং তলদেশ দিয়া সেতু নির্মাণ : (১) রেলওয়ে প্রশাসন যে সকল স্থানে সড়ক বা জনপথের উপর দিয়া আড়া-আড়িভাবে রেলপথ নির্মাণ করিয়াছে, জননিরাপত্তার প্রয়োজনে সরকার বিবেচনা করিলে নির্ধারিত বা নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে সেই সকল স্থানে জনসাধারণের চলাচলের জন্য রেলপথের উপর দিয়া অথবা রেলপথের তলদেশ দিয়া সেতু বা খিলান নির্মাণ করিয়া অথবা রেলপথ অতিক্রমণের অসুবিধা এবং সম্ভাব্য বিপদ এড়াইবার জন্য অন্যান্য অসুবিধাজনক পদ্ধতি অবলম্বনের উদ্দেশ্যে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য রেল প্রশাসনের প্রতি নির্দেশ দিতে পারিবেন।

(২) এই ধারার (১) উপধারার অধীনে সরকারী নির্দেশের অভিপ্রেতে সরকার এই ব্যাপারে এমন শর্ত আরোপ করিতে পারিবেন যে, স্থানীয় সংস্থাসমূহ, যাহাদের উপর এই সকল সড়ক বা জনপথ নির্মাণ ও রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব ন্যস্ত আছে, সেই সকল স্থানীয় সংস্থাকে উক্তরূপ সেতু বা বিলান নির্মাণের সম্পূর্ণ ব্যয় অথবা সরকারের বিবেচনা মোতাবেক উহার নির্দিষ্ট অংশবিশেষ রেল প্রশাসনকে প্রদানের নিশ্চয়তা বিধান করিতে হইবে।

১২। রেলগাড়ী চলাচলে বিপদ বা বিঘ্ন সৃষ্টিকারী বৃক্ষ অপসারণ : (১) নিম্নলিখিত যে কোন ক্ষেত্রে :—

(ক) যেখানে রেলপথের নিকটে অবস্থিত বা দণ্ডায়মান কোন বৃক্ষ দ্বারা রেলপথের [illegible] হইয়া রেলগাড়ী চলাচলে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করিতে পারে এবং যাহাতে সম্ভাব্য বিপদের আশঙ্কা রহিয়াছে ;

(খ) যেখানে কোন বৃক্ষ নির্দিষ্ট কোন রেলওয়ে সিগন্যাল পরিদৃশ্যমান হওয়ার পথে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে,

সেই সকল ক্ষেত্রে রেল প্রশাসন স্থানীয় কোন ম্যাজিস্ট্রেটের অনুমতিক্রমে অনুরূপ বৃক্ষ কাটিয়া ফেলিতে অথবা রেল প্রশাসনের বিবেচনা মোতাবেক বিপদ এড়াইবার জন্য অথবা বাধা বা প্রতিবন্ধকতা দূর করিবার জন্য অন্য যে-কোন রূপ ব্যবস্থা অবলম্বন করিতে পারিবেন।

(২) জরুরী পরিস্থিতিতে এই ধারার (১) উপধারায় বর্ণিত ক্ষমতা রেল প্রশাসন ম্যাজিস্ট্রেটের অনুমতি ব্যতিরেকেও প্রয়োগ করিতে পারিবেন ;

(৩) অত্র ধারার (১) অথবা (২) উপধারার অধীনে যে সকল ক্ষেত্রে কোন বৃক্ষ কাটিয়া ফেলা হইবে অথবা অন্য কোনরূপে উহার প্রতিবন্ধকতা দূর করা হইবে, রেলপথ নির্মাণ অথবা সিগন্যাল প্রতিষ্ঠার পূর্বে যদি সেই সকল বৃক্ষের অস্তিত্ব থাকিয়া থাকে তাহা হইলে সেইরূপ ক্ষেত্রে উক্তরূপ বৃক্ষের দাবীদারের আবেদনক্রমে কোন ম্যাজিস্ট্রেট তাঁহার বিবেচনা মোতাবেক আবেদনকারীকে যুক্তিসঙ্গত ক্ষতিপূরণ দানের রোয়েদাদ প্রদান করিতে পারিবেন।

(৪) এইরূপ রোয়েদাদ জেলা ম্যাজিস্ট্রেট ব্যতীত অপর কোন ম্যাজিস্ট্রেট কর্তৃক প্রদত্ত হইলে, অনুরূপ রোয়েদাদের বিরুদ্ধে জেলা ম্যাজিস্ট্রেটের নিকট রিভিশনের আবেদন পেশ করা চলিবে। সেই ক্ষেত্রে জেলা ম্যাজিস্ট্রেটের সিদ্ধান্ত বা রায়ই চূড়ান্ত বলিয়া বিবেচিত হইবে।

(৫) অত্র ধারার অধীনে বৃক্ষ কাটা বা অন্য কোনরূপে উহার প্রতিবন্ধকতা দূরীকরণের দরুন ক্ষতিপূরণ আদায়ের জন্য আনীত কোন মামলা দেওয়ানী আদালতে গ্রাহ্য হইবে না।

চতুর্থ অধ্যায়

রেলপথের প্রবর্তন বা উদ্বোধন

১৬। রেল ইঞ্জিন ব্যবহারের অধিকার : (১) সরকারী অনুমোদনক্রমে রেল প্রশাসন, রেলপথের উপর দিয়া রেলওয়ে বগী ও অন্যান্য যানবাহন বা গাড়ী টানিয়া নেওয়া বা চালিত করার জন্য রেল ইঞ্জিন অথবা অন্য কোনরূপ শক্তি ব্যবহার করিতে পারিবে।

(২) কিন্তু রেলওয়ের জন্য বিশেষভাবে প্রয়োজনীয় বলিয়া বিবেচিত এবং সেই মর্মে অত্র আইনের অধীনে প্রণীত কোন বিধি, অনুমোদিত এবং প্রচারিত না হওয়া পর্যন্ত কোন রেল বগী, গাড়ী বা অন্যান্য রেলওয়ে যানবাহন বাষ্প বা অন্য কোন শক্তি দ্বারা চালিত হইতে পারিবে না।

১৭। পরিকল্পিত রেলপথ উদ্বোধন বা প্রবর্তনের নোটিশ প্রদান : (১) অত্র ধারার (২) উপধারার বিধান সাপেক্ষে, রেল প্রশাসনকে কোন রেলপথে পরিকল্পিত সাধারণ যাত্রীবাহী রেলগাড়ী উদ্বোধন বা প্রবর্তনের অন্তত এক মাস পূর্বেই লিখিতভাবে সরকারকে নোটিশ দিতে হইবে।

(২) সরকার যে-কোন ক্ষেত্রে সঠিক মনে করিলে, অত্র ধারার (১) উপধারায় বর্ণিত নোটিশ দেওয়ার মেয়াদ হ্রাস অথবা নোটিশ দেওয়ার দায় হইতে অব্যাহতি প্রদান করিতে পারিবেন।

১৯। রেলপথ উদ্বোধনের সরকারী অনুমোদন রেলপথ চালু করার পূর্বশর্ত : সরকার অথবা এই ব্যাপারে সরকারের ক্ষমতাপ্রাপ্ত কোন ইন্সপেক্টর কর্তৃক প্রদত্ত আদেশ বলে অনুমোদন না পাওয়া পর্যন্ত সাধারণ যাত্রী বহনের জন্য কোন রেলপথ উদ্বোধন বা চালু করা যাইবে না।

২০। রেলপথ উদ্বোধন বা চালু করার অনুমোদন দানের পদ্ধতি : (১) পূর্ববর্তী ধারার অধীনে সরকার কর্তৃক এইরূপ কোন অনুমোদন প্রদান করা হইবে না, যতক্ষণ পর্যন্ত না কোন ইন্সপেক্টর রেলপথ পরিদর্শন পূর্বক এই মর্মে রিপোর্ট প্রদান না করিবেন যে—

(ক) তিনি বিশেষ যত্ন সহকারে এবং সাবধানতার সহিত রেলপথ এবং উহার বগী ও গাড়ীসমূহ পরিদর্শন করিয়াছেন;

(খ) কোন ব্যাপারে সরকার কর্তৃক নির্ধারিত বা সুনির্দিষ্ট চলনশীল এবং স্থিতিশীল কোন পরিমাণ বা পরিমাপ লঙ্ঘিত হয় নাই;

(গ) রেলের ওজন, সেতুর ভারবহনের শক্তি বা ক্ষমতা, রেলপথের কাঠামো বা গঠন-প্রকৃতি এবং রেল বগী বা গাড়ীসমূহের আকার বা আকৃতি এবং উহার চক্রদণ্ডের সর্বোচ্চ পরিমাণের ভার বহনের ক্ষমতা ইত্যাদি সরকার নির্ধারিত এবং সরকারী অনুমোদন মোতাবেক হইয়াছে;

(ঘ) রেলপথের জন্য যথেষ্ট পরিমাণে রেল বগী বা রেলগাড়ী সরবরাহ করা হইয়াছে;

(ঙ) সাধারণ যাত্রী বহনের জন্য রেলপথ চালু হইলে, উহার কার্যপরিচালনার জন্য প্রয়োজনীয় সাধারণ নিয়ম-কানুন প্রণীত এবং অত্র আইনের অধীনে উহা অনুমোদিত ও প্রচারিত হইয়াছে;

(চ) তাহার অর্থাৎ ইন্সপেক্টরের অভিমত বা বিবেচনা অনুসারে সাধারণ যাত্রী বহনের জন্য এবং সাধারণ যাত্রীগণ কর্তৃক বিপদমুক্তভাবে উহা ব্যবহারের উপযোগী হিসাবে এইরূপ রেলপথ উদ্বোধন বা চালু করা যাইতে পারে।

(২) তবে ইন্সপেক্টর যদি এইরূপ অভিমত ব্যক্ত করেন যে, জনসাধারণ অর্থাৎ যাত্রী সাধারণের জন্য বিপদমুক্ত অবস্থায় এইরূপ রেলপথ চালু করা যাইতে পারে না, তাহা হইলে সেই ক্ষেত্রে ইন্সপেক্টরকে অবশ্যই উহার কারণ উল্লেখপূর্বক তাহার অভিমত সরকারের নিকট

পেশ করিতে হইবে এবং সরকার উহার উপর ভিত্তি করিয়া রেল প্রশাসনকে অনুরূপ রেলপথ উদ্বোধন বা চালু করা স্থগিত রাখার আদেশ দিতে পারিবেন।

(৩) পূর্ববর্তী উপধারার অধীনে প্রদত্ত আদেশে অবশ্যই কি কি পূর্বশর্ত পালন সাপেক্ষে রেলপথ নির্মাণের অনুমতি দান করা হয়, তাহার উল্লেখ থাকিতে হইবে এবং উক্তরূপ শর্তাবলী পালিত না হওয়া পর্যন্ত অথবা সাধারণ যাত্রীগণ কর্তৃক নিরাপদে উহা ব্যবহার সম্পর্কে সরকার অন্য কোনরূপে নিশ্চিত না হওয়া পর্যন্ত রেলপথ চালু করা স্থগিত রাখিবার নির্দেশ প্রদান করিতে পারিবেন।

(৪) এই ধারার অধীনে সরকার শর্তহীন চূড়ান্ত অনুমোদন অথবা সরকারের বিবেচনা মোতাবেক জন নিরাপত্তার প্রয়োজনে যে-কোন শর্ত পালন সাপেক্ষে অনুমোদন দিতে পারিবেন।

(৫) যখন কোন শর্ত পালন সাপেক্ষে কোন রেলপথ চালু করার অনুমতি দান করা হয়, সেই ক্ষেত্রে রেল প্রশাসন উক্তরূপ শর্ত পালনে ব্যর্থ হইলে উক্ত অনুমতি বাতিল বলিয়া বিবেচিত হইবে এবং সরকারের সন্তুষ্টি মোতাবেক শর্তাবলী পালিত না হওয়া পর্যন্ত রেলপথের কাজ বা উহার ব্যবহার বন্ধ বা স্থগিত থাকিবে।

২০। রেলপথের কোন বাস্তব পরিবর্তনের ক্ষেত্রে পূর্ববর্তী তিনটি ধারার প্রয়োগ : (১) রেলপথ চালু করার ব্যাপারে অত্র আইনের ১৭, ১৮ এবং ১৯ ধারার বিধান অত্র ধারার (২) উপধারায় বর্ণিত কার্যের ক্ষেত্রেও সম্প্রসারিত এবং প্রযোজ্য হইবে, যখন উহা সাধারণ যাত্রী বহনের জন্য ব্যবহৃত রেলপথ নির্মাণ কার্যের অংশ হিসাবে অথবা উহার সহিত প্রত্যক্ষভাবে সংশ্লিষ্ট বলিয়া বিবেচিত হইবে এবং যাহা প্রথম রেলপথ নির্মাণের পূর্ববর্তী পরিদর্শনের পর নির্মাণ করা হইয়াছে।

(২) এই ধারার (১) উপধারায় বর্ণিত কার্য বলিতে কোন রেলপথের অতিরিক্ত রেল লাইন নির্মাণ, বিকল্প লাইন নির্মাণ, স্টেশন নির্মাণ, জংশন নির্মাণ এবং রেলপথের উপর দিয়া পারাপারের রাস্তা (ক্রসিং)

ইত্যাদি নির্মাণকে বুঝাইবে এবং সেই সকল পরিবর্তন বা রদবদল অথবা পুনঃনির্মাণ কার্য কোন কার্যের কাঠামোগত পরিবর্তন বা প্রভাবিত করিবে, উহা ১৭, ১৮ এবং ১৯ ধারার আওতায় আসিবে অথবা অনুরূপ ক্ষেত্রে এই ধারার বিধান প্রযোজ্য বা সম্প্রসারিত হইবে।

২১। **বিশেষ বিধান :** যখন কোন দুর্ঘটনার দরুন রেলগাড়ী চলাচল সাময়িকভাবে স্থগিত করা হয় এবং মূল লাইন অথবা অন্য কোন মেরামত কার্যে ব্যবহৃত উহার পূর্ববর্তী পর্যায়ে বা মানে উন্নীত বা পুনঃপ্রতিষ্ঠা বা স্থানান্তর করা হয় অথবা সাময়িকভাবে স্থগিতকৃত যোগাযোগ ব্যবস্থা পুনঃপ্রবর্তনের উদ্দেশ্যে গতি পরিবর্তন বা কোন বিকল্প লাইন স্থাপন না করিয়া প্রকৃতপক্ষে পূর্ববর্তী লাইন বা নির্মাণ কার্য পুনঃপ্রতিষ্ঠা করা হয়, সেই ক্ষেত্রে ইন্সপেক্টরের অনুপস্থিতিতেও নিম্নোক্ত শর্তসাপেক্ষে সাধারণ যাত্রী বহনের জন্য রেল যোগাযোগ পুনঃপ্রতিষ্ঠা বা পুনরায় চালু করা যাইতে পারিবে ; যেমন —

(ক) দুর্ঘটনার দরুন মেরামত বা নির্মাণ কার্যের দায়িত্বে নিযুক্ত কোন রেল কর্মচারী যখন এই মর্মে লিখিতভাবে সার্টিফিকেট দান করিবেন যে, পুনঃপ্রতিষ্ঠিত লাইন এবং কারখানা অথবা অস্থায়ী বা সাময়িক গতি পরিবর্তন বা বিকল্প লাইন চালু করার ফলে, তাহার মতে উহা ব্যবহারকারী যাত্রী সাধারণের কোন বিপদের আশংকা নাই ; এবং

(খ) উক্তরূপে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত লাইন বা কারখানা অথবা বিকল্প লাইন চালু করার সঙ্গে সঙ্গেই টেলিগ্রাফ যোগে রেলওয়ে ইন্সপেক্টরকে নোটিশ দিতে হইবে।

২। **রেলপথ করণ সম্পর্কিত বিধি প্রণয়নের ক্ষমতা :** সরকার অত্র আইনের ১৭ হইতে ২০ ধারায় বর্ণিত পদ্ধতি কোন্ কোন্ ক্ষেত্রে কি পরিমাণে পরিত্যাগ করা যাইতে পারে তাহা নিরূপণ বা ব্যাখ্যা করিয়া প্রয়োজনীয় বিধি প্রণয়ন করিতে পারিবেন।

২৩। **চালুকৃত রেলপথ বন্ধ করার ক্ষমতা :** (১) সাধারণ যাত্রী বহনের উদ্দেশ্যে চালুকৃত কোন রেলপথ এবং উহাতে ব্যবহৃত রেল বগী এবং অন্যান্য গাড়ীসমূহ পরিদর্শনের পর যখন কোন ইন্সপেক্টর এইরূপ অভিমত ব্যক্ত করেন যে, উক্ত রেলপথ বা উহার কোন বিশেষ বগী বা

গাড়ী ব্যবহার করা যাত্রী সাধারণের জন্য বিপজ্জনক এবং এইরূপ অভিমতের কারণ উল্লেখপূর্বক সরকারের নিকট রিপোর্ট পেশ করেন, তখন সেই ক্ষেত্রে সরকার উক্তরূপ রিপোর্টের উপর ভিত্তি করিয়া অনুরূপ রেলপথ অথবা কোন বিশেষ বগী বা গাড়ী সাধারণ যাত্রীবহনের জন্য অনুপযুক্ত বিধায় উহার ব্যবহার স্থগিত করিতে পারিবেন অথবা সরকারের বিবেচনা মোতাবেক যাত্রী সাধারণের নিরাপত্তার প্রয়োজনে কেবলমাত্র বিশেষ শর্ত সাপেক্ষে ব্যবহারের অনুমতি দানের বিষয় বিবেচনা করিতে পারিবেন।

(২) তবে অত্র ধারার (১) উপধারার অধীনে প্রদত্ত আদেশের ক্ষেত্রে সরকারকে অবশ্যই উপযুক্ত কারণ প্রদর্শন করিতে হবে।

২৪। **নিষিদ্ধ বা বাতিলকৃত রেলপথ পুনরায় চালুকরণ :** (১) যখন কোন রেলপথ পূর্ববর্তী ধারার বিধান মোতাবেক বন্ধ করিয়া দেওয়া হয়, উহা এই আইনের বিধান মোতাবেক ইন্সপেক্টর কর্তৃক পরিদর্শন এবং উহা পুনরায় উন্মুক্তকরণের অনুমতি না পাওয়া পর্যন্ত, সাধারণ যাত্রীবহনের জন্য পুনরায় উন্মুক্ত করা যাইবে না।

(২) সরকার যখন পূর্ববর্তী ধারার অধীনে অনুরূপ বিশেষ কোন বগী বা গাড়ী ব্যবহার স্থগিত রাখার আদেশ দান করিবেন, তখন সেই ক্ষেত্রে ইন্সপেক্টর কর্তৃক উহা ব্যবহারের উপযোগী হইয়াছে, এই মর্মে রিপোর্ট না দেওয়া পর্যন্ত এবং এবং সরকার কর্তৃক উহা ব্যবহারের অনুমতি না দেওয়া পর্যন্ত উহা ব্যবহার করা যাইবে না।

(৩) পূর্ববর্তী ধারার অধীনে সরকার যখন কোন রেলপথ অথবা কোন রেলওয়ে বগী বা গাড়ী ব্যবহারের উপর কোন শর্ত আরোপ করিবেন, তখন সেই ক্ষেত্রে সরকার কর্তৃক উক্ত শর্ত প্রত্যাহার না করা পর্যন্ত উহা মানিয়া চলিতে হইবে।

২৫। **এই অধ্যায়ের অধীনে ইন্সপেক্টরের নিকট ক্ষমতা অর্পণ :** (১) সরকার সাধারণ বা কোন বিশেষ আদেশ বলে এই অধ্যায়ের অধীনে ইহার যে-কোন কার্য সম্পাদনের জন্য কোন ইন্সপেক্টরের উপর ক্ষমতা অর্পণ করিতে পারিবেন এবং অনুরূপ কর্তব্য ও দায়িত্ব পালনরত ইন্সপেক্টরের কোন আদেশ বা অনুমোদন সরকার বাতিল করিতে

পারিবেন অথবা উক্তরূপ আদেশ বা অনুমোদনের উপর যে-কোনরূপ শর্ত আরোপ করিতে পারিবেন; যেরূপ শর্ত সরকার নিজে আদেশ বা অনুমোদন দান করিলে আরোপ করিতে পারিতেন।

(২) অত্র ধারার (১) উপধারার অধীনে আরোপিত শর্তাবলী এই আইনের আওতাধীনে সরকার কর্তৃক প্রদত্ত সকল আদেশ বা অনুমোদনের ক্ষেত্রে সমভাবে প্রযোজ্য হইবে।

পঞ্চম অধ্যায়

২৬ ধারা হইতে ৪০ ধারা পর্যন্ত বাতিল।

৪১। **কতিপয় ক্ষেত্রে সাধারণ আদালতের এখতিয়ার রহিত:** রেল [illegible] কর্তৃক এই অধ্যায়ের কোন বিধান লঙ্ঘন অথবা ইহার পরিপন্থী কোন কার্য করিলে অথবা কোন কার্য করা হইতে বিরত থাকিলে কেবলমাত্র এই আইনে প্রদত্ত অধিকার বা অনুমোদিত ক্ষেত্র ব্যতীত রেল প্রশাসনের বিরুদ্ধে কোন মামলা দায়ের অথবা আইন মোতাবেক কোন কার্যক্রম গ্রহণ করা চলিবে না।

৪২। **রেলওয়ে চলাচল ব্যবস্থায় রেল প্রশাসনের কর্তব্য:** (১) রেল যোগাযোগ ব্যবস্থা পরিচালনায় রেল প্রশাসন যাত্রী সাধারণ এবং রেলপথ ব্যবহারকারী সংশ্লিষ্ট সকলের জন্য যুক্তিসঙ্গত সকল প্রকার সুযোগ-সুবিধা দান করিবেন এবং ইহার জন্য রেলপথে প্রয়োজনীয় রেলবগী এবং অন্যান্য গাড়ী সরবরাহ ও চলাচলের ব্যবস্থা করিবেন।

(২) বাতিল।

৪২-ক। **অনুচিত সুযোগ-সুবিধা দান নিষিদ্ধ:** (১) রেল প্রশাসন কোন ব্যক্তিবিশেষকে কোন প্রকার অনুচিত বা অযৌক্তিক বিশেষ সুযোগ-সুবিধা দান করিতে পারিবে না অথবা কোন বিশেষ ব্যক্তির জন্য কোন বিশেষ ধরনের চলাচল ব্যবস্থা অথবা কোন ব্যক্তি বিশেষের চলাচলের ক্ষেত্রে কোন প্রকার অনুচিত বা অযৌক্তিক বিঘ্ন বা প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করিতে পারিবে না।

(২) এই ধারার কোন বিধান রেল প্রশাসন লঙ্ঘন করিতেছে, এইরূপ কোন অভিযোগ সরকার কর্তৃক নিষ্পত্তি।

৪২-খ। **সরকার কর্তৃক সর্বোচ্চ ও সর্বনিম্ন ভাড়ার হার নির্ধারণের ক্ষমতা:** (১) সরকার সাধারণ অথবা বিশেষ আদেশ বলে সমগ্র রেলপথের জন্য অথবা উহার কোন অংশের জন্য সর্বোচ্চ এবং সর্বনিম্ন ভাড়ার হার নির্ধারিত করিতে পারিবে এবং কিরূপ শর্তে অনুরূপ ভাড়া প্রযোজ্য হইবে তাহা নির্ধারণ করিয়া দিতে পারিবেন।

(২) এই ধারার অধীনে প্রদত্ত সরকারী কোন আদেশ রেল প্রশাসন লঙ্ঘন করিতেছে, এইরূপ কোন অভিযোগ সরকার কর্তৃক নির্ধারিত বা নিষ্পত্তি হইবে।

৪৩। **একইরূপ মালামাল বহনের জন্য অসমান ভাড়ার হারের ক্ষেত্রে অনুচিত সুযোগ-সুবিধা দান:** (১) যখন এইরূপ দেখা যাইবে যে, রেল প্রশাসন কোন বিশেষ এলাকার কোন বিশেষ ব্যবসা-বাণিজ্য অথবা কোন বিশেষ শ্রেণীর ব্যবসা-বাণিজ্যের মালামাল বহনের জন্য অন্য কোন এলাকার একইরূপ বা একই শ্রেণীর ব্যবসা-বাণিজ্যের মালামাল বা জীব-জন্তুর বহনের জন্য নির্ধারিত মাশুল বা ভাড়ার হার অপেক্ষা নিম্নহারে মাশুল আদায় করিতেছে বা দাবী করিতেছে, তাহা হইলে সেই ক্ষেত্রে কোন বিশেষ এলাকার অনুরূপ ব্যবসা-বাণিজ্যের মালামাল বহনের জন্য নিম্নহারে মাশুল আদায় করা যে কোনরূপ অনুচিত সুযোগ-সুবিধা দানের সামিল নহে তাহা প্রমাণের দায়িত্ব রেল প্রশাসনের।

(২) উক্তরূপ নিম্নহারে মাশুল আদায়, অনুচিত সুযোগ-সুবিধা দানের সামিল কিনা, তাহা নির্ধারণের জন্য সরকার অন্যান্য বিষয় বিচার-বিবেচনা করা ছাড়াও যুক্তিসঙ্গত মনে করিলে, কোন বিশেষ এলাকার জনসাধারণের স্বার্থে মালামাল বহনের নিশ্চয়তা বিধানের উদ্দেশ্যে উক্তরূপ নিম্নহারে মাশুল আদায়ের প্রয়োজনীয়তা আছে কিনা তাহাও বিবেচনা করিবেন।

৪৪। **সমান সুযোগ-সুবিধা এবং আচরণের বিধান:** যখন রেল প্রশাসন আভ্যন্তরীণ নদীপথে রেল যোগাযোগ রক্ষার উদ্দেশ্যে

রেলওয়ে মালিকানাধীন নয় অথবা রেলওয়ে কর্তৃক ভাড়া করা নয় অথবা রেল প্রশাসন কর্তৃক পরিচালিত নয় এমন কোন ফেরী, জাহাজ, নৌকা অথবা ভেলা ব্যবহারের জন্য কোন চুক্তিতে আবদ্ধ হইবে, সেই ক্ষেত্রে এই আইনের পূর্ববর্তী দুইটি ধারার বিধান যেখানে কোন রেলওয়ের জন্য প্রযোজ্য, তাহা উক্তরূপ ফেরী, জাহাজ, নৌকা অথবা ভেলা যতদূর পর্যন্ত রেলওয়ে যোগাযোগের কাজে ব্যবহৃত হইবে ততদূর পর্যন্ত সম্প্রসারিত হইবে।

৪৫। **রেলওয়ে ছাউনী:** রেল প্রশাসন রেলওয়ে ছাউনীর জন্য যুক্তিসঙ্গত ভাড়া আদায় করিতে পারিবে।

৪৬। **সরকার কর্তৃক ছাউনী ভাড়া নির্ধারণের ক্ষমতা:** (১) রেল প্রশাসন কর্তৃক আরোপিত ছাউনী ভাড়া সম্পর্কে কোন সম্পর্ক কোন প্রশ্ন বা বিরোধের উদ্ভব ঘটিলে সরকার ইহার সমাধান বা নিষ্পত্তি করিবেন।

(২) উক্তরূপ ছাউনী ভাড়া সম্পর্কিত কোন প্রশ্ন বা বিরোধের নিষ্পত্তি কল্পে সরকারকে অবশ্যই রেল প্রশাসন কর্তৃক এই ব্যাপারে নির্বাহকৃত খরচ-খরচা নির্বিশেষে, কেবলমাত্র এইরূপ ছাউনীতে স্থান বা আশ্রয়দানের জন্য যুক্তিসঙ্গতভাবে যে পরিমাণ খরচ-খরচার প্রয়োজন তাহাই বিবেচনা করিতে হইবে।

৪৬-ক। **এই অধ্যায়ের অধীনে সরকার কর্তৃক প্রদত্ত সিদ্ধান্ত বাধ্যতামূলক:** এই অধ্যায়ের বিধান মোতাবেক সরকার কর্তৃক প্রদত্ত সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত বলিয়া বিবেচিত হইবে এবং উহা সংশ্লিষ্ট পক্ষগণের জন্য বাধ্যতামূলক হইবে।

৬৪-খ। বাতিল।

ষষ্ঠ অধ্যায়

রেলওয়ে পরিচালনা

৪৭। **সাধারণ নিয়মাবলী:** (১) রেল প্রশাসন অথবা সরকারি কর্তৃক এই উদ্দেশ্যে নিযুক্ত কোন অফিসার অত্র আইনের সহিত সঙ্গতি রক্ষা করিয়া নিম্নলিখিত উদ্দেশ্যে সাধারণ বিধিমালা প্রণয়ন করিবেন, যথা:—

(ক) রেলপথে ব্যবহৃত ইঞ্জিন এবং বগী ইত্যাদি কি প্রণালীতে এবং কিরূপ গতিতে পরিচালিত হইবে তাহা নিয়ন্ত্রণের জন্য;

(খ) যাত্রী সাধারণ ও তাহাদের মালামাল বহনের সুযোগ-সুবিধা বিধানের ব্যবস্থা গ্রহনের জন্য;

(গ) অত্র আইনের উদ্দেশ্যে কোন দ্রব্য বিপজ্জনক অথবা বিরক্তিকর বলিয়া বিবেচিত তাহা ঘোষণা এবং অনুরূপ দ্রব্য বহন নিয়ন্ত্রণের জন্য;

(ঘ) রেলওয়ে প্রশাসন কর্তৃক সংক্রামক অথবা ছোঁয়াচে রোগে আক্রান্ত যাত্রী বহন এবং এইরূপ সংক্রামক রোগীদের ব্যবহারের জন্য সংক্রামক রোগ-জীবানুশূন্য গাড়ী সরবরাহ ইত্যাদি নিয়ন্ত্রণের জন্য;

(ঙ) রেলগাড়ী চলাচলের ক্ষেত্রে রেল কর্মচারীদের কর্তব্যকর্মে নিয়োগ এবং উহা নিয়ন্ত্রণের জন্য;

(চ) চালানকৃত কোন মালের গ্রহীতা অথবা মালিকের পক্ষে রেল প্রশাসন কর্তৃক কোন মাল গুদামজাত করিয়া রাখা অথবা কোন স্টেশনে আটক রাখার শর্তাবলী নিয়ন্ত্রণের জন্য; এবং

(ছ) সাধারণভাবে, রেলে ভ্রমণ এবং রেলপথ ব্যবহার, কাজ করা এবং উহার পরিচালনা ব্যবস্থা নিয়ন্ত্রণ করার উদ্দেশ্যে।

(২) এই ধারার (১) উপধারার অধীনে প্রণীত বিধিতে এইরূপ বিধান থাকিতে পারিবে যে, কেবল মাত্র উক্ত উপধারার (ঙ) অনুচ্ছেদে বর্ণিত বিষয় ব্যতীত, যে-কোন ব্যক্তি উল্লিখিত যে-কোন একটি বিধি লঙ্ঘন করিলে অনূর্ধ্ব পঞ্চাশ টাকা পর্যন্ত জরিমানা দণ্ডে দণ্ডিত হইবে।

(৩) এই ধারার অধীনে প্রণীত বিধি সরকারী অনুমোদন লাভের পর সরকারী গেজেটে প্রকাশিত না হওয়া পর্যন্ত কার্যকরী হইবে না।

তবে অবশ্য—

(ক) বাতিল।

(খ) যখন এইরূপ বিধি অন্য কোন বিধির শর্ত হিসাবে ইতিমধ্যেই বিস্তারিতভাবে সরকারী গেজেটে প্রকাশিত ও পরিচারিত হইয়াছে, উক্তরূপ বিধি ইতিমধ্যেই সরকারী গেজেটে প্রকাশিত হইয়াছে, [illegible] সরকারী গেজেটে নোটিশ প্রদান করিলেই অত্র উপ-ধারার [illegible] উহা গৃহীত এবং সরকারী গেজেটে প্রকাশিত এবং প্রচারিত বলিয়া বিবেচিত হইবে।

(৪) বাতিল।

(৫) বাতিল।

(৬) রেল প্রশাসন অত্র ধারার অধীনে প্রণীত উল্লিখিতরূপ বলবৎ সাধারণ বিধিমালার একটি অনুলিপি অবশ্যই উহার রেলপথের প্রত্যেকটি স্টেশনে মওজুত রাখিবে এবং যে-কোন ব্যক্তি কর্তৃক যে-কোন যুক্তিসঙ্গত সময় বিনা খরচায় পরিদর্শনের সুযোগ প্রদান করিবে।

৪৮। বাতিল।

৪৯। বাতিল।

৫০। বাতিল।

৫১। বাতিল।

৫১-ক। বাতিল।

৫২। রিটার্ণ দাখিল: রেলওয়ে প্রশাসনকে সরকার কর্তৃক নির্ধারিত ফরম-এ ষান্মাসিক অথবা সরকার কর্তৃক নির্ধারিত সময় অন্তর, ইহার মূলধন ও রাজস্ব আয় খাতে লেন-দেন এবং সরকারের ইচ্ছা বা অভিপ্রায় অনুসারে রেলপথে গাড়ী চলাচল বা যাতায়াত সম্পর্কিত রিটার্ণ প্রস্তুত করিতে হইবে এবং উহার একটি অনুলিপি সরকারের নির্দেশ মোতাবেক নির্ধারিত সময়ে সরকারের নিকট দাখিল করিতে হইবে।

৫৩। ওয়াগনে মাল বোঝাইয়ের সর্বোচ্চ পরিমাণ: (১) রেলওয়ে প্রশাসনকে উহার প্রতিটি মালগাড়ী বা ওয়াগন অথবা উহার নিয়ন্ত্রণাধীন ট্রাকে মাল বোঝাইয়ের সর্বোচ্চ পরিমাণ নির্ধারণ করিতে হইবে এবং উহার নির্ধারিত পরিমাণ কথায় অথবা অংকে প্রতিটি ওয়াগন বা ট্রাকের গাত্রে বা বাহিরে প্রকাশ্যভাবে উল্লেখ করিতে হইবে।

(২) রেলপথে চলাচলকারী এইরূপ প্রত্যেকটি ওয়াগন অথবা ট্রাকের অধিকারীকেও একইরূপে ওয়াগন অথবা ট্রাকে সর্বোচ্চ পরিমাণ মাল বোঝাই-এর বিষয় নির্ধারণ করিতে হইবে এবং উহা প্রদর্শন করিতে হইবে।

(৩) এইরূপ কোন ওয়াগন অথবা ট্রাকে যখন মাল বোঝাই করা হইবে তখন সেই ক্ষেত্রে মালামালসহ চাকার উপর অবস্থিত অনুরূপ ওয়াগন অথবা ট্রাকের সর্বমোট ওজন সরকার কর্তৃক নির্ধারিত সর্বোচ্চ ওজনের সীমা অতিক্রম করিতে পারিবে না।

৫৪। রেলপথে মালপত্র চলাচলের ক্ষেত্রে রেল প্রশাসন কর্তৃক শর্ত আরোপের ক্ষমতা: (১) রেলপথে চলাচলের ক্ষেত্রে কোন মালপত্র অথবা জীব-জন্তু বহনের জন্য গ্রহণ, প্রেরণ অথবা অর্পণের ব্যাপারে, সরকারের নিয়ন্ত্রণ সাপেক্ষে রেল প্রশাসন, এই আইনের সহিত অসঙ্গতিপূর্ণ নয় অথবা ইহার অধীনে প্রণীত কোন বিধি-বিধানের পরিপন্থী নয় এমন যে-কোন শর্ত আরোপ করিতে পারিবেন।

(২) রেল প্রশাসনকে অবশ্যই উল্লিখিত (১) উপধারায় বর্ণিত শর্তাবলীর একটি অনুলিপি ইহার রেলপথে অবস্থিত প্রত্যেক স্টেশনে রাখিতে হইবে এবং যে-কোন ব্যক্তিকে বিনা খরচায় যুক্তিসঙ্গত সময়ে উহা পরিদর্শনের সুযোগ প্রদান করিতে হইবে।

(৩) কোন সংক্রামক ব্যাধিতে অথবা ছোঁয়াচে রোগে আক্রান্ত কোন জীব-জানোয়ার রেলপথে বহনের জন্য রেল প্রশাসন বাধ্য হইবে না।

৫৫। শর্তানুযায়ী দেয় শুল্ক অনাদায়ে মালামাল আটক রাখিবার অধিকার: (১) কোন মালামাল বা জীব-জন্তু বহনের জন্য রেল প্রশাসন কর্তৃক ধার্য ও দাবীকৃত দেয় মাশুল ইত্যাদি প্রদান করিতে কোন ব্যক্তি ব্যর্থ বা অপারগ হইলে, রেল প্রশাসন উক্তরূপ

মালামাল, যদি জীব-জানোয়ারের সমুদয় অথবা উহার অংশবিশেষ আটক রাখিতে পারিবেন। তবে যদি কোন ব্যক্তি উক্তরূপ মালামাল বা জীব-জানোয়ার ইতিমধ্যেই ছাড়াইয়া লইয়া থাকেন, তাহা হইলে সেই ক্ষেত্রে অন্য কোন মালামাল অথবা পরবর্তী সময়ে উক্ত ব্যক্তির যে-কোন মালামাল বা জীব-জানোয়ার ইহার দখলে বা নিয়ন্ত্রণাধীনে আসিবে, রেল প্রশাসন তাহা আটক করিতে পারিবেন।

(২) এইরূপ কোন মালামাল বা জীব-জানোয়ার যখন উল্লিখিত (১) উপধারার অধীনে আটক করা হইবে, তখন রেল প্রশাসন পচনশীল মালামালের ক্ষেত্রে তৎক্ষণাৎ এবং অন্যান্য মালামাল বা জীব-জানোয়ারের ক্ষেত্রে স্থানীয় এক বা একাধিক সংবাদপত্রে এই মর্মে বিজ্ঞাপন বা নোটিশ প্রদানের পর অন্তত ১৫ দিন অতিক্রান্ত হওয়ার পর এবং যেখানে এইরূপ কোন সংবাদপত্র নাই সেখানে সরকার কর্তৃক নির্ধারিত পদ্ধতিতে উহা নিলামে বিক্রয় করিতে পারিবেন। এইরূপে নিলামে বিক্রয়মূল্য অবশ্যই আটককৃত মালামালের ভাড়া বা মাশুল এবং আটকের দরুন ও নিলামে বিক্রয়ের জন্য প্রয়োজনীয় যাবতীয় খরচা বা ব্যয় নির্বাহের জন্য যথেষ্ট এবং সমতুল্য হইতে হইবে। তবে জীব-জানোয়ারের ক্ষেত্রে জানোয়ারের খোরাক, পানীয় ও লালন-পালনের ব্যয় ও উহার অন্তর্ভুক্ত করিতে হইবে।

(৩) উক্তরূপে নিলামে বিক্রয়লব্ধ অর্থ হইতে রেল প্রশাসনকে দেয় ভাড়া বা মাশুল এবং উল্লিখিতরূপ প্রয়োজনীয় ব্যয় নির্বাহের পর যদি কিছু অবশিষ্ট থাকে এবং বিক্রয়ের পর মালামাল বা জীব-জানোয়ারের কিছু অবশিষ্ট থাকে, তাহা উহার মালিককে ফেরৎ বা প্রত্যর্পণ করিতে হইবে।

(৪) কোন ব্যক্তি যদি উক্তরূপে (১) উপধারার অধীনে আটককৃত মালামাল ও জীব-জানোয়ারের জন্য দেয় রেলওয়ে ভাড়া বা মাশুল এবং অন্যান্য খরচা প্রদানপূর্বক যুক্তিসঙ্গত সময়ের মধ্যে রেল কর্তৃপক্ষের নিকট হইতে উহা ছাড়াইয়া লইতে ব্যর্থ হয়, অথবা (২) উপধারার অধীনে নিলামে বিক্রয়ের পর কোন মালামাল বা জীব-জানোয়ার অবশিষ্ট থাকে, তাহা হইলে সেই ক্ষেত্রে রেলওয়ে প্রশাসন উহার সমুদয় বিক্রয় করিয়া

বিক্রয়লব্ধ অর্থ (৩) উপধারার বিধান মোতাবেক যথাসম্ভব ব্যবহার করিতে পারিবেন।

(৫) পূর্ববর্তী উপধারাগুলিতে যাহাই উল্লেখ থাকুক না কেন, রেল প্রশাসন আদালতে মোকদ্দমা দায়ের করিয়া উহার উল্লিখিত মাশুল অথবা অন্যান্য পাওনাসমূহ অথবা উহার কোন বকেয়া অংশ আদায় করিতে পারিবেন।

৫৬। বেওয়ারিশ মালামালের বিলিব্যবস্থা: (১) যখন কোন জীব-জানোয়ার অথবা মালামাল রেলপথে বহনের জন্য অথবা অন্য কোন কাজে রেল কর্তৃপক্ষের দখলে বা অধিকারে আনয়ন করা হয় এবং পরে উহার মালিক বা অন্য কোন ব্যক্তি আর উহা গ্রহণের জন্য দাবী না করে, তাহা হইলে সেই ক্ষেত্রে রেল প্রশাসন উহার মালিক বা অন্য কোন ব্যক্তি জ্ঞাত বা পরিচিত হইলে তাহার উপর জীব-জানোয়ার বা মালামাল ছাড়াইয়া লইবার জন্য নোটিশ প্রদান করিবেন।

(২) উক্তরূপ জীব-জানোয়ার বা মালামালের মালিক বা অন্য কোন ব্যক্তি যদি অজ্ঞাত বা অপরিচিত হয় অথবা তাহার উপর নোটিশ প্রদান করা না যায়, অথবা নোটিশের বিষয়বস্তু অনুসারে উক্ত ব্যক্তি কাজ না করে, তাহা হইলে সেই ক্ষেত্রে রেলওয়ে প্রশাসন বলবৎ অন্য যে-কোন আইনের বিধান সাপেক্ষে এবং যথাসম্ভব অত্র আইনের পূর্ববর্তী ধারার বিধান মোতাবেক উক্তরূপ জীব-জানোয়ার বা মালামাল বিক্রয় করিতে পারিবেন এবং বিক্রয়লব্ধ অর্থের অবশিষ্ট কিছু থাকিলে তাহা উহার মালিক বা আইনসঙ্গত বা বৈধ দাবীদার পাইবেন।

৫৭। রেল প্রশাসন কর্তৃক ক্ষতিপূরণ দাবী করার ক্ষমতা: যখন রেল প্রশাসনের দখলে বা অধিকারে ন্যস্ত অনুরূপ কোন জীব-জানোয়ার বা মালামাল অথবা উহাদের বিক্রয়লব্ধ অর্থ দুই বা ততোধিক ব্যক্তি দাবী করেন অথবা উক্তরূপ জীব-জানোয়ার বা মালামালের জন্য প্রদত্ত টিকেট বা রশিদের গ্রহীতা যদি নিজে দাবী না করেন, তাহা হইলে সেই রূপ ক্ষেত্রে,- জীব-জানোয়ার বা মালামালের অথবা উহার বিক্রয়লব্ধ অর্থ গ্রহণের দাবীদার কর্তৃক রেল প্রশাসনের বিবেচনা মোতাবেক অপর কোন ব্যক্তি কর্তৃক দাবী করার পরিপ্রেক্ষিতে সম্ভাব্য

ক্ষতিপূরণের ব্যবস্থা না করা পর্যন্ত রেল প্রশাসন উক্তরূপ জীব-জানোয়ার বা মালামাল অথবা উহার বিক্রয়লব্ধ অর্থ প্রত্যর্পণ বা হস্তান্তর স্থগিত রাখিতে পারিবেন।

৫৮। রেলপথে বহনের জন্য আনীত মালামালের লিখিত বিবরণ দানের দাবী বা আদেশ: (১) রেলপথে বহনের জন্য আনীত কোন মালামালের মালিক অথবা রেলপথে চালানকৃত কোন মালের প্রাপক বা গ্রহীতাকে এই প্রসঙ্গে রেলওয়ে প্রশাসন কর্তৃক নিযুক্ত কোন রেল কর্মচারীর দাবী বা নির্দেশ মোতাবেক লিখিতভাবে এবং মালিক বা প্রাপক বা গ্রহীতা কর্তৃক যথারীতি স্বাক্ষরিতভাবে মালামালের এমন হিসাব ও বিবরণ বা বর্ণনা উক্তরূপ রেল কর্মচারীর নিকট দাখিল করিতে হইবে, যাহা রেল প্রশাসনের প্রাপ্য ভাড়া বা মাশুল নির্ধারণের জন্য যথেষ্ট বা পর্যাপ্ত বলিয়া বিবেচিত হইতে পারে।

(২) যদি অনুরূপ মালামালের কোন মালিক, অথবা কোন ব্যক্তি অথবা প্রাপক বা গ্রহীতা এইরূপ কোন হিসাব, বিবরণ বা বর্ণনা প্রদান করিতে অস্বীকার করে অথবা অবহেলা করে, এবং প্রদত্ত হিসাব বা বিবরণ যাহাতে নিরূপণ বা নির্ণয় করা যাইতে পারে, সেইহেতু মালামালের পার্শেল বা প্যাকেজ খুলিতে অস্বীকার করে, তাহা হইলে সেই ক্ষেত্রে রেল প্রশাসন (ক) রেলপথে বহনের জন্য আনীত মালামালের যে-কোন শ্রেণীর জন্য প্রচলিত সর্বোচ্চ মাশুল (অনূর্ধ্ব ভাড়া বা মাশুল) পরিশোধ না করা পর্যন্ত উহা রেলপথে বহন করিতে অস্বীকার করিতে পারিবেন, অথবা (খ) যে মালামাল ইতিমধ্যেই রেলপথে বহন করা হইয়াছে তাহার জন্য বিদ্যমান বা প্রচলিত অনূর্ধ্ব সর্বোচ্চ ভাড়া বা মাশুল দাবি বা আদায় করিতে পারিবেন।

(৩) যদি (১) উপধারার অধীনে প্রদত্ত কোন মালামালের হিসাব এবং বিবরণ বস্তুত মিথ্যা বলিয়া প্রতিপন্ন হয়, এবং যাহা ইতিমধ্যেই রেলপথে বহন করা হইয়াছে, সেই ক্ষেত্রে প্রশাসন উক্তরূপ যে-কোন শ্রেণীর মালামাল বহনের জন্য নির্ধারিত বা প্রচলিত সর্বোচ্চ ভাড়ার অনূর্ধ্ব দ্বিগুণ ভাড়া আদায় করিতে পারিবেন।

(৪) রেলপথে বহনের জন্য আনীত মালামাল অথবা ইতিমধ্যেই রেলপথে বহন করা হইয়াছে এইরূপ মালামালের মালিক অথবা কোন ব্যক্তি অথবা কোন মালের প্রাপক বা গ্রহীতা এবং সংশ্লিষ্ট রেল কর্মচারীর

মধ্যে যদি এই ধারার অধীনে প্রদত্ত মালের হিসাব বা বিবরণ সম্পর্কে কোন মতপার্থক্য দেখা দেয়, তাহা হইলে উক্তরূপ রেল কর্মচারী অনুরূপ মালামাল আটক করিয়া পরীক্ষা করিয়া দেখিতে পারিবেন।

(৫) উল্লিখিতরূপে পরীক্ষা করিয়া দেখার ফলে যদি প্রতীয়মান হয় যে, অত্র ধারার (১) উপধারার অধীনে প্রদত্ত মালামালের হিসাব বা বিবরণের সহিত মালামালের বিবরণের মধ্যে পার্থক্য রহিয়াছে, তাহা হইলে সেই ক্ষেত্রে যে ব্যক্তি হিসাব প্রদান করিয়াছে এবং সেই ব্যক্তি যদি মালের প্রকৃত মালিক না হন, তখন সেই ব্যক্তি এবং প্রকৃত মালিককে যৌথভাবে এবং পৃথক পৃথকভাবে উক্তরূপ মালামাল আটক করা এবং উহা পরীক্ষা করার জন্য প্রয়োজনীয় খরচা রেল প্রশাসনকে প্রদান করিতে হইবে এবং উক্তরূপে মালামাল আটক এবং উহা পরীক্ষা করার কারণে সর্ব প্রকার ক্ষয়ক্ষতির দায়-দায়িত্ব হইতে রেল প্রশাসন অব্যাহতি লাভ করিবে।

(৬) তবে মালামাল আটক ও উহা পরীক্ষার ফলে যদি দেখা যায় যে, (১) উপধারার অধীনে প্রদত্ত হিসাব এবং বিবরণের সহিত মালামালের প্রকৃত হিসাব বা বিবরণের কোন পার্থক্য নাই, তাহা হইলে সেই ক্ষেত্রে রেল প্রশাসনকেই মালামাল আটক ও উহা পরীক্ষা করার প্রয়োজনীয় ব্যয় বহন করিতে হইবে এবং এই ব্যাপারে মালামালের যে-কোন প্রকার ক্ষয়-ক্ষতির জন্য রেল প্রশাসনকেই দায়ী থাকিতে হইবে।

৫৯। বিপজ্জনক অথবা অপরাধজনক দ্রব্যাদি বা মালপত্র: (১) রেলপথে বহনের জন্য কেহ কোন বিপজ্জনক অথবা অপরাধজনক দ্রব্যাদি বা মালপত্র সঙ্গে লইতে পারিবে না বা রেলগাড়ীতে উহা বহন করিতে পারিবে না।

(২) এই জাতীয় দ্রব্যাদি যে স্থান হইতে চালান দেওয়া হইবে সেই স্থানের স্টেশন মাস্টার অথবা সংশ্লিষ্ট অন্য কোন রেল কর্মচারীকে এই ব্যাপারে লিখিত নোটিশ প্রদান অথবা অবহিত না করিয়া এবং উক্তরূপ দ্রব্যাদির বাণ্ডিল বা প্যাকেজের গাত্রে সুস্পষ্টরূপে উহার পূর্ণ বিবরণ না লিখিয়া রেলপথে বহনের নিমিত্ত কেহ উহা স্টেশনে জমা দিতে পারিবে না।

(৩) উল্লিখিত পদ্ধতিতে নোটিশ না দিয়া রেলপথে বহনের নিমিত্ত আনীত মালপত্র সংশ্লিষ্ট যে-কোন রেল কর্মচারী গ্রহণ করিতে অস্বীকার করিতে পারিবেন এবং যে ক্ষেত্রে (২) উপধারায় বর্ণিত পদ্ধতিতে অনুরূপ নোটিশ না দিয়া কোন মালপত্র গ্রহণ করা হইয়াছে বলিয়া তাহার গোচরে আসিবে, তখন তিনি উহা রেলপথে বহন করিতে অস্বীকার করিতে পারিবেন অথবা রেলপথ উহার চলাচল বন্ধ করিয়া দিতে পারিবেন।

(৪) কোন রেল কর্মচারীর যদি এইরূপ সন্দেহ হয় যে (২) উপধারার অধীনে প্রদত্ত নোটিশ অথবা বাণ্ডিল বা প্যাকেজের উপর লিখিত মালপত্রের বিবরণ সত্য নহে, তাহা হইলে সেই ক্ষেত্রে তিনি উহার যথার্থতা নিরূপণের জন্য প্যাকেজ খুলিয়া দেখিতে পারিবেন।

(৫) অত্র ধারার কোন বিধান ১৮৮৪ সালের বিস্ফোরক আইন অথবা উক্ত আইনের অধীনে প্রণীত কোন বিধির পরিপন্থীরূপে ব্যাখ্যা করা চলিবে না এবং অত্র ধারার (১), (৩) ও (৪) উপধারার কোন বিধান সরকারের আদেশ বলে অথবা সরকারের পক্ষে রেলপথে বহনের জন্য আনীত কোন মালপত্র অথবা কোন অফিসার সৈনিক, নাবিক, বৈমানিক অথবা পুলিস অফিসার কর্তৃক স্ব স্ব চাকরি ও কর্তব্য কর্মে নিয়োজিত অবস্থায় সঙ্গে লইতে পারে, এইরূপ কোন দ্রব্য রেলপথে আনয়ন করা হইলে, তাহা প্রযোজ্য হইবে না।

৬০। ভাড়ার হার নির্ধারণের কর্তৃত্ব প্রদর্শন : যাত্রী ও উহার মালামাল ব্যতীত রেলপথে অন্যান্য মালামাল বহনের জন্য প্রত্যেক স্টেশনে রেল প্রশাসন কর্তৃক নির্ধারিত ভাড়ার হারের একটি তালিকা রক্ষিত হইবে এবং এই ব্যাপারে রেল প্রশাসন কর্তৃক নিয়োজিত কর্মচারী অবশ্যই বিনা খরচে যে-কোন যুক্তিসঙ্গত সময়ে যে-কোন ব্যক্তির অনুরোধক্রমে রেল প্রশাসন কর্তৃক অনুমোদিত ও ঘোষিত ভাড়ার তালিকা প্রদর্শন করিবে।

৬১। রেল প্রশাসনের নিকট ভাড়ার বিস্তারিত বিবরণ দানের দাবী : (১) রেলপথে কোন মালামাল বহনের জন্য রেল প্রশাসন কর্তৃক যখন কোন ভাড়া বা মাশুল দাবী করা হয় এবং রেল প্রশাসনকে ভাড়া পরিশোধ করা হয়, তখন যে ব্যক্তি কর্তৃক অথবা যে ব্যক্তির পক্ষে

ভাড়া পরিশোধ করা হয়, তাহার আবেদনক্রমে রেল প্রশাসনকে নিম্নলিখিত রূপে প্রতিটি খাতে কত ভাড়া ধার্য করা হইয়াছে তাহা দেখাইয়া হিসাব প্রদান করিতে হইবে; যথা :—

(ক) রেলপথে মালামাল বহন;

(খ) ঘাট বা জেটি;

(গ) বিলম্বের মাশুল; এবং

(ঘ) সংগ্রহ, সমর্পণ বা প্রত্যর্পণ এবং অন্যান্য খরচা।

(২) উক্তরূপ আবেদনকারী কর্তৃক বা আবেদনকারীর পক্ষে (১) উপধারার অধীনে আবেদনপত্র অবশ্যই ভাড়া বা মাশুল প্রদানের এক মাসের মধ্যে লিখিতভাবে রেল প্রশাসনের নিকট দাখিল করিতে হইবে এবং রেল প্রশাসন কর্তৃক উক্তরূপ আবেদনপত্র গ্রহণের পর দুই মাসের মধ্যেই হিসাব প্রদান করিতে হইবে।

যাত্রী বহন

৬২। যাত্রী ও রেলগাড়ীর দায়িত্বে নিয়োজিত রেল কর্মচারীর মধ্যে যোগাযোগ : যাত্রীবাহী গাড়ীর দায়িত্বে নিয়োজিত রেল কর্মচারী এবং যাত্রী সাধারণের মধ্যে যথাযোগ্য দক্ষ যোগাযোগ ব্যবস্থা প্রবর্তন ও নিয়ন্ত্রণের জন্য সরকার রেল প্রশাসনের নিকট দাবী করিতে পারিবেন।

৬৩। প্রতি কামরায় যাত্রী বহনের সর্বোচ্চ সংখ্যা নির্ধারণ : সরকারী অনুমোদন সাপেক্ষে রেল প্রশাসন প্রত্যেক শ্রেণীর যাত্রীর জন্য প্রতিটি কামরায় যাত্রীর সর্বোচ্চ সংখ্যা নির্ধারণ করিবেন, এবং অনুরূপভাবে নির্ধারিত যাত্রীর সংখ্যা প্রকাশ্যভাবে এবং সুস্পষ্টরূপে কামরার অভ্যন্তরে অথবা বাহিরে ইংরেজী অথবা বাংলায় লিখিয়া রাখিবেন।

৬৪। মহিলা যাত্রীদের জন্য কামরা সংরক্ষণ : (১) রেল প্রশাসনকে অবশ্যই ১৮৯১ সালের ১লা জানুয়ারী হইতে প্রত্যেকটি যাত্রীবাহী রেলগাড়ীর নিম্ন শ্রেণীতে অন্তত পক্ষে একটি কামরা মহিলা যাত্রীদের জন্য সংরক্ষিত রাখিতে হইবে।

(২) পঞ্চাশ মাইলের উর্ধগামী কোন রেলগাড়ীতে এইরূপ কোন সংরক্ষিত বা রিজার্ভ কামরার দরজা বন্ধ করিবার ব্যবস্থা থাকিতে হইবে।

৬৫। স্টেশনে গাড়ী চলাচলের সময়ের তালিকা এবং যাত্রীদের ভাড়ার তালিকা প্রদর্শন : রেল প্রশাসনকে অবশ্য: রেলপথের প্রত্যেক স্টেশনেই এক স্টেশন হইতে অন্যান্য স্টেশনে গাড়ী চলাচলের প্রচলিত সময় তালিকা এবং যাতায়াতের ভাড়ার তালিকার এক প্রস্থ ইংরেজী ও বাংলায় সকলের জন্যে দর্শনীয়ভাবে প্রকাশ্য স্থানে লটকাইয়া রাখিতে হইবে।

৬৬। ভাড়া প্রদানের বিনিময়ে টিকেট প্রদান : (১) রেলপথে ভ্রমণেচ্ছুক প্রত্যেক ব্যক্তিকে ভাড়া প্রদানের বিনিময়ে টিকেট সরবরাহ করিতে হইবে। উক্ত টিকেটে গাড়ীতে ভ্রমণের শ্রেণী বিভাগ এবং কোন্ স্থান হইতে কোন্ স্থানে ভ্রমণের অনুমতি, ভাড়ার পরিমাণ বা কত ভাড়া প্রদান করা হইয়াছে তাহার সুস্পষ্ট উল্লেখ থাকিতে হইবে।

(২) অত্র ধারার (১) উপধারায় বর্ণিত প্রয়োজনীয় টিকেটেই বিষয়গুলি বাংলা অথবা ইংরেজীতে লিপিবদ্ধ থাকিতে হইবে।

৬৭। টিকেট প্রদানের পর প্রয়োজনীয় স্থান সংকুলানের ব্যবস্থা না থাকিলে সেই ক্ষেত্রে বিধি-বিধান : (১) কোন বিশেষ রেলগাড়ীতে যাতায়াত বা ভ্রমণের স্থান সংকুলানের শর্ত সাপেক্ষে ভাড়া গ্রহণ করিয়া টিকেট প্রদান করা হইয়াছে বলিয়া বিবেচিত হইবে।

(২) কোন ব্যক্তিকে রেলপথে কোন বিশেষ গাড়ীতে ভ্রমণের জন্য টিকেট প্রদান করা হইয়াছে কিন্তু উক্ত গাড়ীতে উল্লিখিত টিকেটে সেই ব্যক্তির ভ্রমণের জন্য প্রয়োজনীয় স্থান সংকুলানের কোন ব্যবস্থা নাই, সেই রূপ ক্ষেত্রে গাড়ী ছাড়িয়া যাইবার পর তিন ঘণ্টার মধ্যে টিকেট ফেরৎ দিলে তৎক্ষণাৎ তিনি ভাড়ার টাকা ফেরৎ পাইতে পারিবেন।

(৩) কোন ব্যক্তি কোন বিশেষ শ্রেণীতে ভ্রমণের জন্য টিকেট ক্রয় করিয়াছেন কিন্তু উক্ত শ্রেণীতে ভ্রমণের জন্য সেই গাড়ীতে তাহার জন্য স্থান সংকুলানের কোন ব্যবস্থা নাই, সেইরূপ ক্ষেত্রে উক্ত ব্যক্তি যদি নিম্ন কোন শ্রেণীতে ভ্রমণ করিতে রাজী থাকেন তাহা হইলে টিকেট

ফেরত প্রদান করিয়া তিনি উক্তরূপ উচ্চ শ্রেণীর প্রদত্ত ভাড়া হইতে নিম্ন শ্রেণীর ভাড়া বাদ দিয়া অবশিষ্ট ফেরত পাইতে পারিবেন।

৬৮। টিকেট অথবা পাস ব্যতীত রেলপথে ভ্রমণ নিষিদ্ধ : (১) একমাত্র বৈধ পাস বা টিকেট ব্যতীত কোন ব্যক্তি যাত্রী হিসাবে রেলপথে ভ্রমণের উদ্দেশ্যে কোন রেল কর্মচারীর অনুমতি ব্যতীত রেলপথের কোন গাড়ীতে প্রবেশ এবং উহাতে অবস্থান করিতে পারিবে না।

(২) রেল প্রশাসন কর্তৃক এই প্রসঙ্গে ক্ষমতাপ্রাপ্ত অনুরূপ কোন রেল কর্মচারী যখন (১) উপধারার অধীনে বর্ণিত কোন অনুমতি প্রদান করিবেন তখন সাধারণত তিনি অনুরূপ কোন যাত্রীকে এইরূপ শর্তে সার্টিফিকেট বা অনুমতিপত্র প্রদান করিবেন যে, উক্তরূপ যাত্রী তাহার এইরূপ ভ্রমণের জন্য পরবর্তী সময়ে উপযুক্ত ভাড়া পরিশোধ করিতে বাধ্য থাকিবেন।

৬৯। পাস বা টিকেট প্রদর্শন এবং প্রত্যর্পণ : এই প্রসঙ্গে রেল প্রশাসন কর্তৃক নিযুক্ত কোন রেল কর্মচারী দাবি করিলে, প্রত্যেক যাত্রীকে তাহার পাস অথবা টিকেট উক্ত রেল কর্মচারীকে প্রদর্শন করিতে হইবে এবং যতদূর ভ্রমণের জন্য উক্তরূপ পাস বা টিকেট প্রদান করা হইয়াছে উহার শেষ প্রান্তে অথবা উহার নিকট পৌঁছিলে অথবা কোন নির্দিষ্ট কাল বা সময়ের জন্য উক্তরূপ পাস বা টিকেট প্রদান করা হইয়া থাকিলে উক্তরূপ কাল বা মেয়াদান্তে উহা রেল কর্মচারীর নিকট সমর্পণ বা হস্তান্তর করিতে হইবে।

৭০। রিটার্ন এবং নির্দিষ্ট মেয়াদী টিকেট : রিটার্ন টিকেট অথবা নির্দিষ্ট মেয়াদী টিকেট হস্তান্তরযোগ্য হইবে না এবং ইহা কেবল মাত্র যে ব্যক্তি বা যাত্রীর ভ্রমণের জন্য প্রদান করা হইবে সেই ব্যক্তি এবং উহাতে সুনির্দিষ্টভাবে যে সকল স্থানের মধ্যে ভ্রমণের অনুমতি প্রদান করা হইবে সেই স্থানসমূহের মধ্যে প্রযোজ্য হইবে।

৭১। সংক্রামক বা ছোঁয়াচে ব্যাধিগ্রস্ত যাত্রী বহনে অস্বীকৃতি জ্ঞাপনের ক্ষমতা : (১) রেল প্রশাসন কেবলমাত্র অত্র আইনের ৪৭ ধারার অধীন (১) উপধারার (খ) অনুচ্ছেদে বর্ণিত শর্তাধীনে ব্যতীত সংক্রামক বা ছোঁয়াচে ব্যাধিতে আক্রান্ত বা ব্যাধিগ্রস্ত কোন ব্যক্তিকে রেলপথে ভ্রমণের অনুমতি প্রদান করিতে অস্বীকার করিতে পারিবেন।

(২) এইরূপ সংক্রামক ব্যাধিতে আক্রান্ত কোন ব্যক্তি রেলপথে ভ্রমণের উদ্দেশ্যে স্থানীয় স্টেশন মাস্টার অথবা সংশ্লিষ্ট স্থানের ভারপ্রাপ্ত অন্য কোন রেল কর্মচারীর বিশেষ অনুমতি ব্যতীত রেলপথে প্রবেশ করিতে পারিবে না।

(৩) উল্লিখিত (২) উপধারায় বর্ণিত অনুরূপ অনুমতি দানকারী রেল কর্মচারীকে অবশ্যই উক্তরূপ সংক্রামক ব্যাধিতে আক্রান্ত ব্যক্তিকে, ভ্রমণরত অন্যান্য যাত্রীদের হইতে পৃথক করিয়া রাখার জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা অবলম্বন করিতে হইবে।

ষষ্ঠ (ক) অধ্যায়

রেল কর্মচারীদের নিয়োগের মেয়াদ

৭১(ক)। সংজ্ঞা ঃ অত্র অধ্যায়ে এই বিষয়ে বা এই সম্পর্কে ইহার [illegible] ত কোন কিছু না থাকিলে—

(ক) এই প্রসঙ্গে ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্তৃপক্ষ কর্তৃক ঘোষণা করা হইলে, রেল কর্মচারীদের চাকরি "অবিরাম অত্যাবশ্যকীয়" চাকরি বলিয়া বিবেচিত হইবে;

[illegible] সময়ের মধ্যে অনুরূপ রেলকর্মচারীদের দৈহিকভাবে কর্তব্য পালনের জন্য আদেশ বা নির্দেশ দেওয়া হউক বা না হউক তাহাদিগকে কর্তব্যরত বলিয়া বিবেচনা করা হইবে এবং তাহাদের কর্তব্য সম্পর্কে সর্বদা সতর্ক দৃষ্টি রাখিতে হইবে।

(খ) বাতিল।

৭১(খ)। বাতিল।

৭১(গ)। কর্তব্য কর্মের সময়সীমা ঃ (১) চাকরি "অবিরাম অত্যাবশ্যকীয়" বলিয়া ঘোষিত রেল কর্মচারীগণ ব্যতীত অন্যান্য রেল কর্মচারীর কর্মের সময়সীমা ধারাবাহিক প্রতি মাসে সাপ্তাহিক ৬০ ঘণ্টার অধিক হইতে পারিবে না।

(২) যে সকল রেলকর্মচারীর চাকরি "অবিরাম অত্যাবশ্যকীয়" বলিয়া ঘোষিত, তাহাদের কর্মের সময়সীমা কোন সপ্তাহেই ৮৪ ঘণ্টার অধিক হইতে পারিবে না।

(৩) তবে ৭১(ঙ) ধারার অধীনে প্রণীত বিধিমালা সাপেক্ষে অত্র ধারার (১) ও (২) উপধারায় বর্ণিত বিধানের আওতা হইতে রেল কর্মচারীদের অস্থায়ীভাবে অব্যাহতি প্রদান করা যাইতে পারে। যেমন—

(ক) কোন দুর্ঘটনা ঘটিলে অথবা দুর্ঘটনার আশঙ্কা দেখা দিলে অথবা রেলপথের বা ইঞ্জিনের কোন জরুরী কার্য সম্পাদনের প্রয়োজনে অথবা কোন জরুরী পরিস্থিতি যাহা পূর্বে ধারণা করা যায় নাই বা নিবারণ করা সম্ভব হয় নাই, এইরূপ পরিস্থিতিতে রেলপথের স্বাভাবিক কার্য পরিচালনার ক্ষেত্রে গুরুতর কোন বাধা বা প্রতিবন্ধকতা পরিহার করার প্রয়োজনে যখন অনুরূপ অস্থায়ীভাবে অব্যাহতি প্রদান আবশ্যক বলিয়া বিবেচিত হইবে, এবং

(খ) অস্বাভাবিক কাজের চাপের ক্ষেত্রে, যাহা (ক) অনুচ্ছেদের আওতায় পড়ে না।

অবশ্য যে সকল রেল কর্মচারী (খ) অনুচ্ছেদের অধীনে অব্যাহতি লাভ করিবে, তাহারা অতিরিক্ত কর্মের জন্য সাধারণ বা স্বাভাবিক হারে মজুরী বা বেতনের দেড়াগুণ বেশী বেতন বা মজুরী পাইবে।

৭১(ঘ)। রেল কর্মচারীদের জন্য নিয়মিত ব্যবধানে কর্ম-বিরতি মঞ্জুর ঃ (১) রেল কর্মচারীগণকে সপ্তাহে কমপক্ষে একাদিক্রমে ২৪ ঘণ্টার বিশ্রাম বা কর্মবিরতি মঞ্জুর করা হইবে।

অবশ্য এই উপধারার বিধান "অবিরাম অত্যাবশ্যকীয়" চাকরি বলিয়া ঘোষিত রেল কর্মচারীদের বেলায় অথবা যে সকল রেল কর্মচারীর বেলায়

(২) উপধারার বিধান প্রযোজ্য তাহাদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হইবে না।

(২) সরকার ৭১(ঙ) ধারার অধীনে বিধি প্রণয়ন করিয়া সুনির্দিষ্ট রেল কর্মচারী অথবা বিশেষ শ্রেণীর রেল কর্মচারীদের জন্য (১) উপধারার অধীনে বিধিবদ্ধ বিশ্রাম বা কর্মবিরতির নিয়মিত হার অপেক্ষা কম সময়ের জন্য বিশ্রাম বা কর্মবিরতি মঞ্জুর করিতে পারিবেন, এবং এইরূপ রেল কর্মচারীদের জন্য বিশ্রাম বা কর্মবিরতি মঞ্জুরের সময়সীমা নির্ধারণ করিতে পারিবেন।

(৩) ৭১(ব) ধারার অধীনে প্রণীত বিধিমালা সাপেক্ষে ৭১ (গ) ধারার (৩) উপধারায় সুনির্দিষ্ট ক্ষেত্রে ও পরিস্থিতিতে বিশ্রাম বা কর্মবিরতি মঞ্জুরী অস্থায়ীভাবে অব্যাহতি রদ করা যাইতে পারিবে।

অবশ্য অনুরূপ ক্ষেত্রে রেল কর্মচারীগণকে উক্তরূপ বিশ্রাম বা বিরামহীন কর্মের বিনিময়ে যথাসম্ভব ক্ষতিপূরণমূলক বিশ্রাম বা কর্মবিরতি মঞ্জুর করা যাইবে।

৭১(ঙ)। বিধিমালা প্রণয়নের ক্ষমতা : (১) সরকার নিম্নরূপ বিধিমালা প্রণয়ন করিতে পারিবেন। যেমন—

(ক) বাতিল।

(খ) কোন রেল কর্মচারীকে অথবা কোন বিশেষ শ্রেণীর রেল কর্মচারীগণের চাকরিকে "অবিরাম অত্যাবশ্যকীয়" চাকরি হিসাবে ঘোষণা করার ক্ষমতা ও কর্তৃত্ব নির্ধারণ;

(গ) কোন্ রেল কর্মচারী অথবা কোন্ বিশেষ শ্রেণীর রেল কর্মচারীদের ক্ষেত্রে ৭১(গ) ধারার (২) উপধারা প্রযোজ্য হইবে তাহা সুনির্দিষ্ট করণ;

(ঘ) অত্র আইনের ৭১(গ) ধারার (৩) উপধারার অধীনে অথবা ৭১(ঘ) ধারার (৩) উপধারার অধীনে অব্যাহতি দানের ক্ষমতা ও কর্তৃত্ব নির্ধারণ;

(ঙ) উল্লিখিত (ঘ) অনুচ্ছেদে বর্ণিত কর্তৃপক্ষের ক্ষমতা ও কর্তৃত্ব হস্তান্তর করার বিধান প্রণয়ন;

(চ) এই অধ্যায়ের উদ্দেশ্য সাধনে রেলপথের ক্রিয়াকর্ম সুচারুরূপে সম্পন্ন করিবার জন্য সরকার অন্যান্য যে সকল বিধি প্রণয়ন করা আবশ্যক বলিয়া বিবেচনা করিবেন।

(২) এইরূপ বিধিসমূহ অত্র আইনের ৪৩ ধারার বিধান সাপেক্ষে হইতে হইবে।

৭১(চ)। রেল কর্মচারী কর্তব্যরত থাকিবে : এই অধ্যায়ে অথবা উহার অধীনে প্রণীত বিধিমালায় এমন কোন বিধান নাই, যাহা কর্তব্যরত কোন রেল কর্মচারীকে অব্যাহতি না দেওয়া পর্যন্ত তাহার কর্তব্য কর্ম পরিত্যাগ

করিতে অনুমতি প্রদান করিতে পারে, বিশেষ করিয়া যেক্ষেত্রে রেল কর্মচারীদের সুবিধার্থে যথাযোগ্য বিধান বিদ্যমান রহিয়াছে।

৭১(ছ)। রেল শ্রমিকদের সুপারভাইজর : (১) সরকার কতিপয় ব্যক্তিকে রেল শ্রমিকদের সুপারভাইজর নিযুক্ত করিতে পারিবেন।

(২) রেল শ্রমিকদের সুপারভাইজরের কর্তব্য,—(ক) এই অধ্যায়ের বিধান এবং ইহার অধীনে প্রণীত বিধিমালা যথাযথভাবে প্রতিপালিত হইয়াছে কিনা, তাহা নির্ধারণের উদ্দেশ্যে রেলপথ পরিদর্শন করা; এবং (খ) সরকার কর্তৃক নির্ধারিত এইরূপ অন্যান্য কর্তব্য।

(৩) এই আইনের ৫ ও ৬ ধারার উদ্দেশ্যে রেলপথের শ্রমিকদের একজন সুপারভাইজর ইন্সপেক্টর বলিয়া বিবেচিত হইবে।

৭১(জ)। কোন ধারার বিধান লংঘনের শাস্তি : এই অধ্যায়ের কোন বিধান অথবা ইহার অধীনে প্রণীত কোন বিধি লংঘন করিয়া কোন ব্যক্তি কোন রেল কর্মচারী নিয়োগ করিলে, পাঁচ শত টাকা পর্যন্ত জরিমানাদণ্ডে দণ্ডিত হইবে।

সপ্তম অধ্যায়

পরিবহণকারী হিসাবে রেল প্রশাসনের দায়িত্ব

৭২। মালামাল ও জীবজন্তু পরিবহণকারী হিসাবে রেল প্রশাসনের দায়-দায়িত্ব : (১) ১৮৭২ সালের চুক্তি আইনের ১৫১, ১৫২ এবং ১৬১ ধারার বিধান মোতাবেক গচ্ছিত বা আমানত গ্রহণকারীর দায়-দায়িত্ব যাহাই হউক না কেন, রেলপথে বহনের জন্য আনীত এবং রেল প্রশাসনের নিকট ন্যস্ত জীবজন্তু অথবা মালামালের কোন ক্ষতি, ধ্বংস অথবা অবনতি ঘটিলে সেই ক্ষেত্রে রেল প্রশাসনের দায়-দায়িত্ব এই আইনের অন্যান্য ধারার বিধান সাপেক্ষে নির্ধারিত হইবে।

(২) উল্লিখিত দায়-দায়িত্বের সীমা নির্ধারণকারী বলিয়া বিবেচিত কোন চুক্তি নিম্নরূপ ক্ষেত্র ব্যতীত এইরূপ দায়-দায়িত্ব যতদূর সীমিত করিবে, তাহা বাতিল বলিয়া গণ্য হইবে :—

(ক) কোন জীবজন্তু অথবা মালামাল রেলপথে বহনের জন্য রেল প্রশাসনের নিকট অর্পণ বা প্রেরণকারী অথবা উক্তরূপ অর্পণকারী ব্যক্তির পক্ষে কোন ব্যক্তি কর্তৃক লিখিত ও স্বাক্ষরিত কোন চুক্তি; এবং

(খ) সরকার কর্তৃক অনুমোদিত অন্য কোন পদ্ধতিতে।

(৩) জীবজন্তু অথবা মালামাল বহনের ক্ষেত্রে, ১৮৬৫ সালের পরিবহণ আইনে এমন কোন বিধান নাই, যাহা সাধারণ পরিবহণের দায়-দায়িত্বকে প্রভাবিত করিবে। যেমন, রেল প্রশাসনের দায়িত্ব সম্পর্কে এই ধারায় বর্ণনা করা হইয়াছে।

৭৩। জীবজন্তু পরিবহণকারী হিসাবে রেল প্রশাসনের দায়-দায়িত্বের অতিরিক্ত বিধান: (১) রেলপথে পরিবহণের জন্য আনীত এবং রেল প্রশাসনের নিকট অর্পিত বা প্রদত্ত জীবজন্তুর কোন ক্ষতি, ধ্বংস অথবা অবনতি ঘটিলে পূর্ববর্তী ধারার অধীনে রেল প্রশাসনের দায়-দায়িত্বের পরিমাণ কোন ক্ষেত্রেই নিম্নবর্ণিত পরিমাণ অতিক্রম করিবে না :—

(ক) হাতীর ক্ষেত্রে, প্রতিটি হাতীর জন্য এক হাজার পাঁচ শত টাকা;

(খ) ঘোড়ার বেলায়, প্রতিটি ঘোড়ার জন্য সাত শত পঞ্চাশ টাকা;

(গ) খচ্চর, উষ্ট্র অথবা সিং বিশিষ্ট গরুর বেলায়, প্রতিটির জন্য দুই শত টাকা; এবং

(ঘ) গাধা, ভেড়া, ছাগল, কুকুর অথবা অন্যান্য জীবজন্তুর বেলায় প্রতিটির জন্য ত্রিশ টাকা।

অবশ্য এইরূপ ক্ষেত্রে রেলপথে বহনের জন্য অর্পণকারী ব্যক্তি কর্তৃক এবং রেল প্রশাসনের নিকট প্রদান বা অর্পণকালে উল্লিখিত জীব-জানোয়ারের প্রতিটির মূল্য যদি যথাক্রমে এক হাজার পাঁচ শত টাকা, সাত শত পঞ্চাশ টাকা, দুই শত টাকা অথবা ত্রিশ টাকার অধিক বলিয়া ঘোষিত না হয়

(২) যখন বা যে ক্ষেত্রে এইরূপ উচ্চতর মূল্য ঘোষণা করা হইবে, সেই ক্ষেত্রে রেল প্রশাসন, প্রতিটি জীবজন্তুর জন্য অনুরূপ বর্ধিত মূল্য ঘোষণার কারণে বর্ধিত দায়-দায়িত্ব বহনের জন্য বর্ধিত মূল্যের উপর একটি নির্দিষ্ট হারে অতিরিক্ত ভাড়া দাবি করিতে পারিবেন।

(৩) অনুরূপ জীব-জানোয়ারের কোন ক্ষতি, ধ্বংস অথবা অবনতির জন্য ক্ষতিপূরণ আদায়ের উদ্দেশ্যে রেল প্রশাসনের বিরুদ্ধে আনীত প্রতিটি মামলা বা কার্যক্রমে জীব-জানোয়ারের মূল্য প্রমাণের দায়িত্ব এবং যে ক্ষেত্রে অনুরূপ জীব-জানোয়ার আহত বা আঘাতপ্রাপ্ত হইয়াছে সেই ক্ষেত্রে উহার আঘাতের পরিমাণ প্রমাণের দায়িত্ব সেই ব্যক্তির উপর বর্তাইবে যে ব্যক্তি উক্তরূপ ক্ষতিপূরণ দাবি করিবেন।

৭৪। যাত্রীদের মালামাল পরিবহণের দায়-দায়িত্বের অতিরিক্ত বিধান : রেল যাত্রীদের কোন মালামাল অথবা রেল যাত্রীদের সহিত আনীত কোন মালপত্র বুক করিয়া ভারপ্রাপ্ত রেল কর্মচারীর নিকট হইতে রশিদ গ্রহণ করা পর্যন্ত উক্তরূপ মালপত্রের কোন ক্ষতি, ধ্বংস অথবা অবনতির জন্য রেল প্রশাসন কোন প্রকারে দায়ী হইবে না।

৭৫। বিশেষ মূল্যবান দ্রব্য পরিবহণের ক্ষেত্রে রেল প্রশাসনের দায়িত্ব সম্পর্কিত অতিরিক্ত বিধান : (১) দ্বিতীয় তফসীলে বর্ণিত কোন দ্রব্যের কোন পার্সেল বা প্যাকেজ যখন রেলপথে বহনের জন্য রেল প্রশাসনের নিকট অর্পণ করা হইবে এবং এইরূপ পার্সেল বা প্যাকেজের মধ্যকার দ্রব্যের মূল্য যদি তিন শত টাকার অধিক হয়, তাহা হইলে সেই ক্ষেত্রে উক্তরূপ পার্সেল বা প্যাকেজ রেলপথে বহনের জন্য আনয়ন এবং রেল প্রশাসনের নিকট অর্পণকারী অথবা প্রেরণকারী ব্যক্তি কর্তৃক পার্সেলের মধ্যকার দ্রব্যের বিবরণ ও উহার মূল্য রেল প্রশাসনের নিকট প্রকাশ বা ঘোষণা না করিলে, উক্তরূপ পার্সেল বা প্যাকেজের কোন ক্ষতি, ধ্বংস অথবা উহার মধ্যকার দ্রব্যের কোন অবনতি ঘটিলে এবং ঘোষিত দ্রব্যের অতিরিক্ত ঝুঁকি বা দায়-দায়িত্ব বহনের জন্য রেল প্রশাসনের দাবি অনুযায়ী পার্সেল বা প্যাকেজের দ্রব্যের মূল্যের উপর শতকরা হারে ক্ষতিপূরণ স্বরূপ মাশুল পরিশোধ করা না হইলে, উহার জন্য রেল প্রশাসন দায়ী হইবে না।

(২) যখন (১) উপধারার অধীনে ঘোষিত দ্রব্যের কোন পার্সেল বা প্যাকেজ হারাইয়া যাইবে বা ধ্বংসপ্রাপ্ত হইবে অথবা অবনতি ঘটিবে, তখন সেই ক্ষেত্রে অনুরূপ ক্ষতি বা ধ্বংস অথবা অবনতির জন্য আদায়যোগ্য ক্ষতিপূরণের পরিমাণ পার্সেল বা প্যাকেজে উল্লিখিত, প্রকাশিত বা ঘোষিত মূল্যের অধিক হইতে পারিবে না এবং উক্তরূপ ঘোষণায় যাহাই উল্লেখ করা হউক না কেন, ঘোষণা অনুযায়ী উহাই যে সঠিক মূল্য তাহা দায়িত্ব যিনি ক্ষতিপূরণ দাবি করিবেন, তাহার উপর বর্তাইবে।

(৩) দ্বিতীয় তফসীলে উল্লিখিত, কোন ঘোষিত দ্রব্যের পার্সেল বা প্যাকেজ বহনের ক্ষেত্রে, রেল প্রশাসন এইরূপ পূর্বশর্ত আরোপ করিতে পারিবেন যে, এই ব্যাপারে ক্ষমতাপ্রাপ্ত কোন রেল কর্মচারীকে অবশ্যই প্রয়োজনীয় পরীক্ষা-নিরীক্ষা অথবা অন্য কোন উপায়ে সন্তুষ্ট বা সুনিশ্চিত হইতে হইবে যে, পার্সেল বা প্যাকেজে প্রকৃত পক্ষে ঘোষিত দ্রব্যই আছে।

৭৬। মামলায় জীবজন্তু ও মালামালের ক্ষতি প্রমাণের দায়িত্ব : রেলপথে বহনের জন্য রেল প্রশাসনের নিকট অর্পিত মালামাল অথবা জীবজন্তুর ক্ষতি, ধ্বংস অথবা অবনতির কারণে ক্ষতিপূরণের দাবিতে রেল প্রশাসনের বিরুদ্ধে আনীত কোন মামলায়, অনুরূপ ক্ষতি, ধ্বংস অথবা অবনতি কিরূপে বা কেমনভাবে ঘটিয়াছে তাহা বাদীকে প্রমাণ করিতে হইবে না।

৭৭। অতিরিক্ত মাশুল ফেরত দান এবং ক্ষতিপূরণের দাবি সম্পর্কিত নোটিস : রেল প্রশাসন কর্তৃক কোন জীবজন্তু বা মালামাল বহনের জন্য অতিরিক্ত মাশুল গ্রহণ করা হইয়া থাকিলে উহা ফেরত অথবা উক্তরূপ জীবজন্তু বা মালামালের কোন ক্ষতি, ধ্বংস অথবা অবনতি ঘটিলে, তাহার ক্ষতিপূরণের জন্য কোন ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তি অথবা তাহার কোন প্রতিনিধি কর্তৃক উক্তরূপ জীবজন্তু অথবা মালামাল রেলপথে বহনের জন্য রেল প্রশাসনের নিকট অর্পণ করার ছয় মাসের মধ্যে লিখিতভাবে নোটিস প্রদানের মাধ্যমে দাবি পেশ না করিলে তাহা গ্রাহ্য হইবে না।

৭৮। মালামাল সম্পর্কে মিথ্যা বিবরণ দানের কারণে দায়-দায়িত্ব হইতে অব্যাহতি লাভ : এই অধ্যায়ের পূর্ববর্তী বিধানসমূহে যাহাই থাকুক না কেন, অত্র আইনের ৫৮ ধারার (১) উপধারার

অধীনে অর্পিত মালামালের বিবরণ যদি বস্তুত মিথ্যা হয় এবং উক্তরূপ মালামালের ক্ষতি, ধ্বংস অথবা অবনতির হিসাব বা বিবরণও যদি কোন প্রকারে মিথ্যা বলিয়া বিবেচিত হয়, অথবা যে-কোন কারণে ক্ষতির পরিমাণ যদি উক্তরূপ মালামালের প্রকৃত মূল্যেরও অধিক হয় এবং এইরূপ মূল্য যদি প্রদত্ত বা অর্পিত মালামালের মিথ্যা বিবরণের উপর ভিত্তি করিয়া নির্ধারিত হইয়া থাকে, তাহা হইলে সেই ক্ষেত্রে রেল প্রশাসন অনুরূপ কোন মালামালের কোন ক্ষতি, ধ্বংস অথবা অবনতির জন্য দায়ী হইবে না।

৭৯। রেলপথে ভ্রমণকালে কর্তব্যরত সামরিক অফিসার, সৈনিক, বৈমানিক এবং তাহাদের সহচরগণের ক্ষতিপূরণের ব্যবস্থা : কোন সামরিক অফিসার, সৈনিক, নাবিক, বৈমানিক অথবা তাহাদের কোন সহচর কর্তব্যরত অবস্থায় রেলপথে অবস্থান অথবা রেলপথে ভ্রমণকালে যদি এমন পরিস্থিতিতে প্রাণ হারায় অথবা শারীরিক আঘাতপ্রাপ্ত হয় যে, যেন সে কোন সামরিক অফিসার, সৈনিক, নাবিক, বৈমানিক অথবা উহাদের সহচর ছিল না অথবা অনুরূপভাবে কর্তব্যরত অবস্থায় রেলপথে ভ্রমণরত ছিল না, সেইরূপ ক্ষেত্রে উক্তরূপ ক্ষতিপূরণ ১৮৫৫ সালের ত্রয়োদশ আইনের (Act XIII) অধীনে এবং উক্ত আইনের বিধান মোতাবেক ও পদ্ধতি অনুসারে প্রদান করা হইবে। তবে এই ব্যাপারে যে ক্ষেত্রে সামরিক বাহিনী, নৌবাহিনী অথবা বিমান বাহিনীতে কোন সুস্পষ্ট বিধান রহিয়াছে এবং সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি যেখানে তাহার মৃত্যু অথবা আঘাতপ্রাপ্তির পূর্ব পর্যন্ত উক্ত বিধানের আওতাধীন ছিল, সেই ক্ষেত্রে এইরূপ ক্ষতিপূরণের বিষয় উক্ত বিধান দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হইবে এবং অন্য কোন পদ্ধতিতে নয়।

৮০। ক্ষতিপূরণ আদায়ের মামলা : রেলপথে চলাচল বা মালামাল বহনের ব্যাপারে ক্ষতিপূরণের জন্য রেল প্রশাসনের দায়-দায়িত্ব সীমিত করণের উদ্দেশ্যে সম্পাদিত কোন চুক্তিতে যাহাই থাকুক না কেন, ভ্রমণকালে বা বহনের সময় কোন যাত্রীর প্রাণহানি, শারীরিক আঘাতপ্রাপ্তি অথবা কোন জীবজন্তু বা মালামালের ক্ষতি, ধ্বংস অথবা অবনতি ঘটিলে এবং উক্তরূপ যাত্রী অথবা জীবজন্তু বা মালামাল যদি দুই বা ততোধিক রেলপথে

ভ্রমণ বা বহনের জন্য বুক করা হইয়া থাকিলে, সেই ক্ষেত্রে ক্ষতিপূরণ আদায়ের কোন মামলা, যে রেল প্রশাসনের নিকট হইতে যাত্রী তাহার পাস সংগ্রহ অথবা টিকেট ক্রয় করিয়াছে এবং জীবজন্তু বা মালামাল প্রেরণকারী উহা বুক করিয়াছেন সেই রেল প্রশাসনের বিরুদ্ধে নতুবা যে রেল প্রশাসনের অধীন রেলপথে উক্তরূপ প্রাণহানি, ক্ষতি বা অনিষ্ট, ধ্বংস অথবা অবনতি ঘটিয়াছে, সেই রেল প্রশাসনের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করা যাইবে।

৮১। বাতিল।

৮২। **সমুদ্রপথে দুর্ঘটনার কারণে ক্ষতিপূরণের ব্যাপারে রেল প্রশাসনের দায়-দায়িত্ব সীমিত:** (১) যখন কোন রেল প্রশাসন যাত্রী, জীবজন্তু এবং মালামাল আংশিক রেলপথে এবং আংশিক সমুদ্রপথে বহনের জন্য চুক্তিবদ্ধ হইবে, তখন সেই ক্ষেত্রে সমুদ্রপথে যাত্রী, জীবজন্তু ও মালামাল বহনকালে প্রাকৃতিক দুর্যোগে, শত্রুপক্ষের আক্রমণে, অগ্নিকাণ্ড, যান্ত্রিক দুর্ঘটনায় অথবা সমুদ্র বা নদী পথে অন্যান্য যে-কোন প্রকার বিপদ বা দুর্ঘটনার কারণে প্রাণহানি, শারীরিক আঘাতজনিত অথবা জীবজন্তু বা মালামালের ক্ষতির দায়-দায়িত্ব হইতে রেল প্রশাসনকে অব্যাহতি প্রদানকারী অপ্রকাশিত শর্তাবলী উক্ত চুক্তিরই অংশ বলিয়া বিবেচিত হইবে এবং উক্তরূপ শর্ত সাপেক্ষে রেল প্রশাসন কর্তৃক সমুদ্রপথে যাত্রী, জীবজন্তু বা মালামাল পরিবহণের জন্য ব্যবহৃত জাহাজের জাতীয়তা অথবা মালিকানা-নির্বিশেষে, পরিবহণকালে অনুরূপ প্রাণহানি বা ক্ষয়-ক্ষতির জন্য রেল প্রশাসন সেই পরিমাণে দায়ী হইবে, ১৮৯৪ সালের বাণিজ্যিক জাহাজ চলাচল আইনের অধীনে যে পরিমাণ নির্ধারিত হইয়াছে, তাহার অধিক নহে, অবশ্য উক্তরূপ জাহাজ যদি উল্লিখিত আইনের অধীনে রেজিস্ট্রিকৃত হইয়া থাকে এবং উহার মালিকানা যদি রেল প্রশাসনের নিজস্ব হইয়া থাকে।

(২) উল্লিখিতরূপে সমুদ্রপথে পরিবহণকালে সংঘটিত (১) উপধারায় বর্ণিত ক্ষয়-ক্ষতির বিষয় প্রমাণের দায়-দায়িত্ব রেল প্রশাসনের উপর বর্তাইবে।

৮২(ক)। **যাত্রী পরিবহণকালে রেলপথে দুর্ঘটনার জন্য রেল প্রশাসনের দায়-দায়িত্ব:** (১) রেলপথে যাত্রীবাহী গাড়ী চলাচল কালে দুইটি গাড়ীর মধ্যে সংঘর্ষ, বা লাইনচ্যুত হওয়া অথবা অন্য কোন

প্রকার দুর্ঘটনা ঘটিলে এবং উহা রেল প্রশাসনের কোন অন্যায় কার্য অথবা অবহেলা বা কর্তব্যচ্যুতির কারণে সংঘটিত হউক বা না হউক, কোন ব্যক্তি উক্তরূপ দুর্ঘটনায় আঘাতপ্রাপ্ত বা ক্ষতিগ্রস্থ হইলে তিনি রেল প্রশাসনের বিরুদ্ধে আইনসঙ্গত ব্যবস্থা গ্রহণ এবং এই ব্যাপারে যথাযোগ্য ক্ষতিপূরণ আদায় করিতে পারিবেন। এই ক্ষেত্রে অন্য কোন আইনে ইহার পরিপন্থী অন্য যে-কোন বিধানই থাকুক না কেন, রেল প্রশাসন এই ধারার (২) উপধারায় নির্ধারিত পরিমাণে ক্ষতিপূরণ প্রদান করিতে বাধ্য হইবে এবং কেবলমাত্র এইরূপ দুর্ঘটনার কারণে কোন যাত্রীর মৃত্যু এবং শারীরিক আঘাত অথবা জীবজন্তু বা মালামালের ধ্বংস বা অবনতির দরুন যে পরিমাণ ক্ষতি সাধিত হইবে রেল প্রশাসন কর্তৃক সেই পরিমাণ ক্ষতিপূরণ করাই এই ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হইবে।

(২) এই ধারার অধীনে এইরূপ ক্ষেত্রে কোন একজন ব্যক্তির প্রতি রেল প্রশাসনের দায়-দায়িত্বের পরিমাণ কোনক্রমেই দশ হাজার টাকার অধিক হইতে পারিবে না।

অষ্টম অধ্যায়

দুর্ঘটনা

৮৩। **রেল দুর্ঘটনা সম্পর্কে রিপোর্ট প্রদান:** রেলগাড়ী চলাচলকালে যখন নিম্নরূপ দুর্ঘটনা সংঘটিত হইবে, যথা :—

(ক) কোন দুর্ঘটনায় প্রাণহানি অথবা দণ্ডবিধি আইনে বর্ণিতরূপ গুরুতর আঘাতপ্রাপ্ত অথবা মালামালের মারাত্মক ক্ষতি সাধিত হইবে;

(খ) দুইটি গাড়ীর মধ্যে সংঘর্ষ যাহাদের মধ্যে একটি যাত্রীবাহী গাড়ী;

(গ) যাত্রীবাহী গাড়ী বা উহার কোন অংশের লাইনচ্যুতি;

(ঘ) যে-কোনরূপ দুর্ঘটনা যাহার ফলে সাধারণত প্রাণহানি অথবা পূর্ব বর্ণিতরূপে মারাত্মক বা গুরুতর আঘাতপ্রাপ্তি বা মালামালের গুরুতর ক্ষতি সাধিত হইয়া থাকে;

(ঙ) অন্য যে-কোন প্রকারের দুর্ঘটনা, যাহা সরকার এই প্রসঙ্গে সরকারী গেজেটে প্রকাশ করিতে পারেন;

তখন অনুরূপ ক্ষেত্রে রেলপথে কর্মরত রেল প্রশাসন এবং যদি অনুরূপ দুর্ঘটনা অন্য কোন রেল প্রশাসনের নিয়ন্ত্রণাধীন রেলপথে সংঘটিত হইয়া থাকে, তাহা হইলে সেই ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট অন্য কোন রেল প্রশাসন, অনতিবিলম্বে সরকারের নিকট, এবং রেলপথের জন্য নিযুক্ত ইন্সপেক্টরের নিকট নোটিস প্রদান করিবেন। এবং দুর্ঘটনার নিকটবর্তী স্টেশন মাস্টার অথবা যেখানে কোন স্টেশন মাস্টার নাই সেখানে দুর্ঘটনাকবলিত রেলপথ শাখার ভারপ্রাপ্ত রেল কর্মচারী, অনতিবিলম্বে দুর্ঘটনার বিষয় স্থানীয় জিলা ম্যাজিস্ট্রেট এবং যে থানার আওতাধীনে দুর্ঘটনা সংঘটিত হইয়াছে উক্ত থানার ভারপ্রাপ্ত পুলিস অফিসার অথবা এই প্রসঙ্গে সরকার কর্তৃক নিযুক্ত এইরূপ অন্য কোন ম্যাজিস্ট্রেট এবং পুলিস অফিসারের নিকট নোটিস প্রদান করিবেন।

৮৪। দুর্ঘটনা সম্পর্কে নোটিস প্রদান এবং তদন্ত অনুষ্ঠানের ব্যাপারে বিধি প্রণয়নের ক্ষমতা : সরকার এই ব্যাপারে নিম্নলিখিত সকল উদ্দেশ্যে, অথবা যে-কোন একটি উদ্দেশ্যে, অত্র আইনের সহিত এবং সংশ্লিষ্ট সময়ে বলবৎ অন্য যে-কোন আইনের সহিত সঙ্গতিশীল বিধিমালা প্রণয়ন করিতে পারিবেন; যথা—

(ক) পূর্ববর্তী ধারায় বর্ণিত নোটিস প্রদানের জন্য প্রয়োজনীয় ফরম নির্ধারণ এবং দুর্ঘটনার বিবরণ যাহা উক্তরূপ নোটিসে লিপিবদ্ধ থাকিবে;

(খ) দুর্ঘটনার শ্রেণী বিভাগ বা শ্রেণী নির্ধারণ করা এবং যে শ্রেণীর দুর্ঘটনার কারণে সঙ্গে সঙ্গেই টেলিগ্রামযোগে নোটিস দিতে হইবে;

(গ) দুর্ঘটনা সংঘটিত হইলে, রেল কর্মচারী, পুলিস অফিসার, ইন্সপেক্টর এবং ম্যাজিস্ট্রেটের কর্তব্য নির্ধারণ।

৮৫। দুর্ঘটনা সম্পর্কে রিটার্ন দাখিল : কোন রেলপথে কোন দুর্ঘটনা ঘটিলে রেল প্রশাসনকে উক্ত দুর্ঘটনার বিবরণসহ সরকারের নিকট রিটার্ন দাখিল করিতে হইবে। সরকার কর্তৃক নির্ধারিত ফরম-এ সরকারী নির্দেশ ও পদ্ধতিতে বিভিন্ন সময় দাখিলকৃত উক্ত রিটার্নে উক্তরূপ দুর্ঘটনায় কোন ব্যক্তির ক্ষতি হইয়াছে কিনা তাহার উল্লেখ থাকিতে হইবে।

৮৬। রেল দুর্ঘটনায় আহত ব্যক্তির বাধ্যতামূলক চিকিৎসা বিষয়ক পরীক্ষার বিধান : রেলপথে কোন দুর্ঘটনায় আহত কোন ব্যক্তি যখন ক্ষতিপূরণ দাবি করিবে, তখন উক্তরূপ ক্ষতিপূরণের দাবি নির্ধারণের জন্য কোন আদালত অথবা আইনে স্বীকৃত বা সংশ্লিষ্ট পক্ষসমূহের সম্মতিক্রমে কর্তৃত্ব বা ক্ষমতাপ্রাপ্ত কোন ব্যক্তি, উক্তরূপ আহত ব্যক্তিকে উপযুক্ত শিক্ষাগত যোগ্যতার অধিকারী চিকিৎসক কর্তৃক পরীক্ষা করার নির্দেশ বা আদেশ করিতে পারিবেন এবং উক্তরূপ আদেশে উল্লিখিত চিকিৎসক কোন পক্ষের সাক্ষী নহেন এবং ইহার বিবেচনা মোতাবেক ডাক্তারী পরীক্ষার জন্য প্রয়োজনীয় ব্যয় নির্বাহের আদেশ করিতে পারিবেন।

নবম অধ্যায়

অপরাধ ও উহার শাস্তিসমূহ

৮৭ হইতে ৯৮। বাতিল।

৯৯। অত্র আইনের ৬০ ধারার অধীনে আরোপিত কর্তব্য লংঘন : যদি কোন রেল কর্মচারী অত্র আইনের ৬০ ধারার অধীনে আরোপিত কর্তব্য অবহেলা করিয়া বা ইচ্ছা করিয়া সম্পাদন না করে তবে সে ২০ টাকা পর্যন্ত জরিমানাদণ্ডে দণ্ডিত হইবে।

১০০। মাতাল অবস্থায় কর্তব্য কর্ম সম্পাদন : কোন রেল কর্মচারী মাতাল বা নেশাগ্রস্ত অবস্থায় কর্তব্য পালন করিলে, ৫০ টাকা পর্যন্ত জরিমানাদণ্ডে দণ্ডিত হইবে অথবা অনুরূপ নেশাগ্রস্ত অবস্থায় সুষ্ঠুভাবে কাজ করিতে না পারার দরুন যদি কোন যাত্রী বা রেল গাড়ীতে অবস্থিত কোন ব্যক্তির নিরাপত্তা বিঘ্নিত বা ব্যাহত হয়, তাহা হইলে সেই ক্ষেত্রে উক্ত কর্মচারী এক বৎসর পর্যন্ত কারাদণ্ড কিংবা জরিমানাদণ্ড অথবা উভয় প্রকারের দণ্ডে দণ্ডিত হইবে।

১০১। কোন ব্যক্তির নিরাপত্তা বিপন্ন করা : যদি কোন রেল কর্মচারী রেলের সাধারণ প্রচলিত বিধি লংঘন করে, বা বেপরোয়াভাবে কিংবা গাফিলতিপূর্ণ কার্যের দ্বারা কাহারও জীবন বিপন্ন করে, তাহা

হইলে উক্ত কর্মচারী দুই বৎসর পর্যন্ত কারাদণ্ড কিংবা জরিমানাদণ্ড অথবা উভয় প্রকারের দণ্ডে দণ্ডিত হইবে।

১০২। পরিপূর্ণ কামরায় যাত্রী উঠিতে বাধ্য করা : কোন কামরায় নির্দিষ্ট সর্বোচ্চ সংখ্যক যাত্রী ভর্তি অবস্থায় কোন রেলকর্মচারী কাহাকেও উক্ত কামরায় উঠিতে দিলে অথবা জোরপূর্বক উঠাইলে, উক্ত কর্মচারী ২০ টাকা পর্যন্ত জরিমানাদণ্ডে দণ্ডিত হইবে।

১০৩। দুর্ঘটনার নোটিস না দেওয়া : কোন স্টেশন মাস্টার অথবা এই ব্যাপারে ভারপ্রাপ্ত রেল কর্মচারী এই আইনের ৮৩ ধারায় বর্ণিত দুর্ঘটনা সম্পর্কে ৮৪ ধারার অধীনে প্রণীত বিধান মোতাবেক নোটিস না দিলে ৫০ টাকা পর্যন্ত জরিমানাদণ্ডে দণ্ডিত হইবে।

১০৪। লেভেল ক্রসিংয়ে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি : কোন রেল কর্মচারী কোন লেভেল ক্রসিং-এর (Level crossing) উপর অনাবশ্যকভাবে কোন যানবাহন দাঁড়াইয়া থাকিতে দিয়া অথবা বিনা কারণে উহা বন্ধ রাখিয়া জনসাধারণের যাতায়াতে বিঘ্ন বা প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করিলে সে ২০ টাকা পর্যন্ত জরিমানাদণ্ডে দণ্ডিত হইবে।

১০৫। মিথ্যা রিটার্ন দাখিল : অত্র আইনের অধীনে প্রয়োজনীয় কোন রিটার্নের স্থলে কেহ স্বাক্ষরিত মিথ্যা রিটার্ন দাখিল করিলে, তাহার ৫০০ টাকা পর্যন্ত জরিমানাদণ্ড অথবা এক বৎসর পর্যন্ত কারাদণ্ড হইবে অথবা উভয় প্রকারের দণ্ডে দণ্ডিত হইবে।

১০৬। মালামালের মিথ্যা বিবরণ দাখিল : এই আইনের ৫৮ ধারার অধীনে প্রয়োজনীয় কোন মালামাল সম্পর্কে মিথ্যা বিবরণ বা হিসাব প্রদান করিলে এবং উক্তরূপ মিথ্যা বিবরণ বা হিসাব প্রদানকারী যদি প্রকৃত মালিক না হন তবে তাহার এবং উক্তরূপ মালামালের মালিকের জন্য দেয় মাশুল বাবদে প্রতি মনের জন্য অথবা উহার কোন অংশের জন্য দশ টাকা করিয়া জরিমানাদণ্ড হইবে।

১০৭। বেআইনীভাবে বিপজ্জনক ও অপরাধজনক দ্রব্য রেলপথে বহন : অত্র আইনের ৫৯ ধারার বিধান লংঘন করিয়া কেহ যদি কোন বিপজ্জনক এবং অপরাধজনক দ্রব্য সঙ্গে লইয়া রেলপথে ভ্রমণ করে অথবা ঐরূপ কোন দ্রব্য রেলপথে বহনের জন্য অর্পণ করে, তাহা

হইলে উক্ত ব্যক্তি ৫০০ টাকা পর্যন্ত জরিমানাদণ্ডে দণ্ডিত হইবে এবং ইহার জন্য রেলের কোন ক্ষয়ক্ষতি হইলে তাহার জন্যও দায়ী হইবে।

১০৮। অকারণ রেলগাড়ীর মধ্যে যোগাযোগ ব্যবস্থায় বিঘ্ন সৃষ্টি : (১) উপযুক্ত কারণ ব্যতীত কোন যাত্রী যদি অপর সকল যাত্রী অথবা কোন রেলগাড়ীর ভারপ্রাপ্ত রেল কর্মচারীর সহিত যোগাযোগ ব্যবস্থা বিচ্ছিন্ন বা ব্যাহত করিয়া দেয়, তাহা হইলে উক্ত ব্যক্তি বা যাত্রী ১০০ টাকার কম নহে কিন্তু ২৫০ টাকার অধিক নহে এইরূপ জরিমানাদণ্ডে দণ্ডিত হইবে অথবা এক মাসের কারাদণ্ডে দণ্ডিত হইবে অথবা উভয় প্রকারের দণ্ডে দণ্ডিত হইবে।

(২) যদি কোন কামরার বয়োপ্রাপ্ত কোন যাত্রী (১) উপধারার অধীনে সংঘটিত অপরাধের অপরাধীকে চিহ্নিত করার ব্যাপারে ভারপ্রাপ্ত রেল কর্মচারীকে উপযুক্ত কারণ ব্যতীত সহায়তা করিতে অস্বীকার করে, তাহা হইলে উক্ত যাত্রী ৫০ টাকার কম নহে এবং ১০০ টাকা পর্যন্ত জরিমানা-দণ্ডে দণ্ডিত হইবে।

১০৮(ক)। অনির্ধারিত স্থানে রেলগাড়ী হইতে অবতরণ : উপযুক্ত পাস বা টিকেটধারী অথবা টিকেটবিহীন কোন যাত্রী যুক্তিসঙ্গত কারণ ব্যতীত স্টেশন অথবা যাত্রী উঠানামার জন্য রেল প্রশাসন কর্তৃক নির্ধারিত স্থান ব্যতীত অন্য কোন স্থানে গাড়ী থামিলে যদি গাড়ী হইতে অবতরণ করে, এবং তাহার যাত্রা বিরতি করে, তাহা হইলে ৫০ টাকা পর্যন্ত জরিমানাদণ্ডে দণ্ডিত হইবে।

১০৯। যাত্রী পরিপূর্ণ কোন রিজার্ভ কামরায় আরোহণ এবং অপরিপূর্ণ কামরায় আরোহণে বাধা দান : (১) রেল প্রশাসন কর্তৃক কোন বিশেষ যাত্রীর জন্য সংরক্ষিত কোন কামরায় কোন যাত্রী অনধিকার আরোহণ করিলে অথবা সর্বোচ্চ সংখ্যক যাত্রীর জন্য নির্ধারিত কোন পরিপূর্ণ কামরায় আরোহণ করিয়া কোন সিট বা বার্থ দখল করিলে এবং ভারপ্রাপ্ত কোন রেল কর্মচারীর অনুরোধ সত্ত্বেও উহা ত্যাগ না করিলে উক্ত যাত্রী ২০ টাকা পর্যন্ত জরিমানাদণ্ডে দণ্ডিত হইবে।

(২) যে কামরা কাহারও জন্য রিজার্ভ করা হয় নাই এবং যাহাতে ৬৩ ধারার বিধান মোতাবেক সর্বোচ্চ সংখ্যক যাত্রী নাই, উহাতে আইন-

সঙ্গতভাবে প্রবেশে কোন যাত্রী বাধা দান করিলে, ২০ টাকা পর্যন্ত জরিমানাদণ্ডে দণ্ডিত হইবে।

১১০। বিনা-অনুমতিতে গাড়ীর কামরায় ধূমপান করিলে : বিশেষ উদ্দেশ্যে নির্ধারিত কোন কামরা ব্যতীত, সহযাত্রীদের সম্মতি বা অনুমতি ব্যতীত কোন যাত্রী কোন কামরায় ধূমপান করিলে তিনি ২০ টাকা পর্যন্ত জরিমানাদণ্ডে দণ্ডিত হইবেন।

(২) সংশ্লিষ্ট কর্মচারী কর্তৃক সতর্ক করিয়া দেওয়া সত্ত্বেও কোন ব্যক্তি যদি ধূমপান করা হইতে বিরত না থাকেন, তাহা হইলে কোন রেল কর্মচারী (১) উপধারায় বর্ণিত দায়-দায়িত্ব ছাড়াও তাহাকে ভ্রমণরত রেল কামরা হইতে বহিষ্কার করিতে পারিবেন।

১১১। সর্বসাধারণের উদ্দেশ্যে দেওয়া নোটিস বিকৃত করা : অবৈধভাবে কোন ব্যক্তি যদি রেল প্রশাসন কর্তৃক প্রদত্ত কোন নোটিস বোর্ড বা বিজ্ঞপ্তি অথবা ইঞ্জিন বা যানবাহনের উপরে লিখন বিকৃত করে বা মুছিয়া ফেলে, তাহা হইলে ৫০ টাকা পর্যন্ত জরিমানাদণ্ডে দণ্ডিত হইবে।

১১২। বৈধ পাস বা টিকেট ব্যতীত প্রতারণাপূর্বক রেল ভ্রমণ : (১) যদি কেহ রেল প্রশাসনকে প্রতারণা করিবার উদ্দেশ্যে,—

(ক) অত্র আইনের ৬৮ ধারার বিধান লংঘন করিয়া রেলপথের কোন গাড়ীর কামরায় প্রবেশ করে অথবা কোন কামরায় অবস্থান করে, অথবা

(খ) পূর্ববর্তী কোন ভ্রমণকালে ব্যবহৃত এমন কোন একটি পাস অথবা কোন একখানা টিকেট লইয়া ভ্রমণ করে বা ব্যবহারের চেষ্টা করে এবং রিটার্ন টিকেটের বেলায় যাহার অর্ধাংশ ইতিমধ্যেই ব্যবহৃত হইয়াছে উহা ব্যবহার করে,

তাহা হইলে সেই ক্ষেত্রে উক্ত ব্যক্তি তিন মাস পর্যন্ত কারাদণ্ডে দণ্ডিত অথবা দেয় ভাড়া ছাড়াও এক শত টাকা পর্যন্ত জরিমানাদণ্ডে দণ্ডিত হইবে। এইরূপ ক্ষেত্রে প্রতারণার কোন উদ্দেশ্য যে ছিল না, তাহা প্রমাণের দায়-দায়িত্ব অভিযুক্ত ব্যক্তির উপর বর্তাইবে।

(২) দণ্ডবিধির ৬৫ ধারায় যাহাই থাকুক না কেন, শাস্তি দানকারী আদালত এই ধারার অধীন কোন অপরাধীকে জরিমানার টাকা অনাদায়ে তিন মাস পর্যন্ত কারাদণ্ডের আদেশ দান করিতে পারিবেন।

১১৩। পাস বা টিকেট ব্যতীত অথবা যথাযোগ্য পাস বা টিকেট ব্যতীত রেল ভ্রমণ : (১) পাস বা টিকেট ব্যতীত অথবা যথাযোগ্য পাস বা টিকেট ব্যতীত যদি কোন যাত্রী রেল ভ্রমণ করে এবং ভ্রমণের পর রেলগাড়ী হইতে অবতরণকালে অত্র আইনের ৬৯ ধারার অধীনে পরীক্ষার জন্য চাহিবামাত্র পাস বা টিকেট দেখাইতে ব্যর্থ হয় অথবা দেখাইতে বা অর্পণ করিতে অস্বীকার করে, তাহা হইলে উক্ত যাত্রী এই ব্যাপারে রেল প্রশাসন কর্তৃক নিযুক্ত রেল কর্মচারীর দাবি অনুসারে গাড়ী মূল যে স্টেশন হইতে ছাড়িয়াছে সেই স্টেশন হইতে সাধারণ একক ভাড়া ছাড়াও অত্র ধারায় বর্ণিত অতিরিক্ত ভাড়া প্রদান করিতে বাধ্য থাকিবে। অথবা ভ্রমণরত কোন যাত্রীর টিকেট যদি মূল স্থান হইতে গাড়ী ছাড়িবার পর পরীক্ষা করা হইয়া থাকে, অথবা উক্ত টিকেট যদি একাধিকবার পরীক্ষা করা হইয়া থাকে, তাহা হইলে টিকেট পরীক্ষার স্থল হইতে সাধারণ একটি ভাড়া দিতে বাধ্য থাকিবে।

(২) কোন যাত্রী যে শ্রেণীর পাস সংগ্রহ করিয়াছে অথবা টিকেট ক্রয় করিয়াছে তাহা অপেক্ষা যদি উচ্চতর কোন শ্রেণীর রেলগাড়ীতে ভ্রমণ করে অথবা ভ্রমণ করার চেষ্টা করে অথবা যে স্থান পর্যন্ত ভ্রমণের জন্য পাস বা টিকেট সংগ্রহ করিয়াছে তাহা অপেক্ষা অধিক দূর পর্যন্ত ভ্রমণ করে, তাহা হইলে এই প্রসঙ্গে রেল প্রশাসন কর্তৃক নিযুক্ত কোন রেল কর্মচারীর দাবি অনুসারে সংগৃহীত পাস বা টিকেটের মূল্য এবং উচ্চতর শ্রেণীতে ভ্রমণের কারণে প্রদত্ত ভাড়া এবং দেয় ভাড়ার মধ্যে পার্থক্য বা অবশিষ্ট ভাড়া ছাড়াও অত্র ধারায় বর্ণিত অতিরিক্ত ভাড়া প্রদান করিতে বাধ্য হইবে।

(৩) উল্লিখিত (১) উপধারা এবং (২) উপধারায় বর্ণিত অতিরিক্ত ভাড়ার পরিমাণ হইবে, উপরোক্ত উপধারাসমূহের অধীনে অন্য প্রকারে দেয় অর্থের সমান অথবা ৫ টাকা, এই উভয়ের মধ্যে নোটির পরিমাণ অধিক বা বৃহত্তর।

১১৩(ক)। রেলগাড়ী হইতে বহিষ্কার করা বা নামাইয়া দেওয়ার ক্ষমতা : যদি কোন ব্যক্তি উপযুক্ত পাস অথবা টিকেট ব্যতীত অথবা যে শ্রেণীর পাস বা টিকেট আছে তাহা অপেক্ষা উচ্চতর শ্রেণীর রেলগাড়ীতে ভ্রমণ করে এবং অনুরূপ ভ্রমণের দরুন ভাড়া ও অতিরিক্ত চার্জ

প্রদান করিতে অস্বীকার করে, তাহা হইলে তাহাকে গাড়ী হইতে বহিষ্কার করা বা নামাইয়া দেওয়া যাইবে।

১১৪। রিটার্ন টিকেটের অর্ধাংশ হস্তান্তরের শাস্তি: যদি কেহ কোন রিটার্ন টিকেটের অর্ধাংশ কাহারও নিকট বিক্রয় বা হস্তান্তর করে, যাহার ফলে উহা ক্রেতা কর্তৃক ব্যবহৃত হইতে পারিবে, তাহা হইলে, উক্তরূপ বিক্রেতা তিন মাস পর্যন্ত কারাদণ্ডে দণ্ডিত হইবে অথবা ২৫০ টাকা পর্যন্ত জরিমানাদণ্ডে দণ্ডিত হইবে অথবা উভয় প্রকারের দণ্ডে দণ্ডিত হইবে এবং অনুরূপ টিকেটের ক্রেতা উহা ব্যবহার করিলে অথবা ব্যবহার করিবার চেষ্টা করিলে সে একবার একক ভ্রমণের ভাড়ার সমান অতিরিক্ত ভাড়ার জন্য দায়ী হইবে।

১১৫। পূর্ববর্তী দুইটি ধারায় বর্ণিত জরিমানা আদায়ের ব্যবস্থা : অত্র আইনের ১১২ ধারার অধীনে আরোপিত অথবা পূর্ববর্তী ধারায় আরোপিত জরিমানা দণ্ডের সেই অংশ যাহা একবার একক ভ্রমণের ভাড়ার সমান, তাহা সরকারী খাতে জরিমানার অর্থ জমা করিবার পূর্বেই রেল প্রশাসনকে প্রদান করিতে হইবে।

১১৬। পাস বা টিকেট পরিবর্তন অথবা অস্পষ্ট বা বিকৃত করণ: কোন যাত্রী যদি ইচ্ছাকৃতভাবে তাহার পাস বা টিকেটের তারিখ ও নম্বর পরিবর্তন করে অথবা মুছিয়া উহাকে অস্পষ্ট করিয়া দেয়, তাহা হইলে তাহার ৫০ টাকা পর্যন্ত জরিমানা হইবে।

১১৭। সংক্রামক ব্যাধিগ্রস্ত লোকের রেল ভ্রমণ : (১) এই আইনের ৭১ ধারার (২) উপধারা লংঘন করিয়া সংক্রামক ব্যাধিতে আক্রান্ত কোন ব্যক্তি যদি রেলগাড়ীতে আরোহণ করে অথবা রেলপথে ভ্রমণ করে, তাহা হইলে সেই ব্যক্তি এবং তাহার তত্ত্বাবধায়ক কোন ব্যক্তির প্রদত্ত ভাড়া এবং তাহাদের সংগৃহীত পাস বা টিকেট বাতিল করণ ছাড়াও ২০ টাকা পর্যন্ত জরিমানাদণ্ডে দণ্ডিত হইবে।

(২) অত্র আইনের ৭১ ধারার (২) উপধারায় বর্ণিত কোন রেল কর্মচারী যদি সংক্রামক ব্যাধিতে আক্রান্ত জানা সত্ত্বেও ইচ্ছাকৃতভাবে কোন ব্যক্তিকে অন্যান্য যাত্রীদের হইতে পৃথক করিয়া রাখার ব্যবস্থা না করিয়া রেলপথে ভ্রমণের অনুমতি দান করে, তাহা হইলে এক শত টাকা পর্যন্ত জরিমানাদণ্ডে দণ্ডিত হইবে।

১১৮। চলতি গাড়ীতে উঠানামা অথবা অসঙ্গতভাবে রেল ভ্রমণ : (১) কেহ যদি চলতি গাড়ীতে উঠা-নামা করে অথবা করার চেষ্টা করে অথবা অসঙ্গতভাবে ভ্রমণ করে তবে তাহার ২০ টাকা পর্যন্ত জরিমানা হইবে।

(২) কোন রেল কর্মচারী কর্তৃক সতর্ক করিয়া দেওয়া সত্ত্বেও যদি কেহ গাড়ীর ছাদে, ফুট বোর্ডে, ইঞ্জিন অথবা অন্য কোন অংশে আরোহণ করিয়া রেলপথে ভ্রমণ করে তাহা হইলে তাহাকে গাড়ী হইতে নামাইয়া দেওয়া হইবে এবং এইরূপ অসঙ্গতভাবে ভ্রমণের দরুন তাহাকে ৫০ টাকা পর্যন্ত জরিমানাদণ্ডে দণ্ডিত করা হইবে।

১১৯। মহিলাদের জন্য সংরক্ষিত কামরায় আরোহণ : মহিলাদের জন্য সংরক্ষিত জানা সত্ত্বেও সঙ্গত কোন কারণ ব্যতীত কোন যাত্রী যদি মহিলাদের জন্য নির্দিষ্ট কামরায় উঠিয়া রেলপথে ভ্রমণ করে তবে তাহার এক শত টাকা পর্যন্ত জরিমানা হইবে এবং তৎসহ প্রদত্ত এবং সংগৃহীত ভাড়া, টিকেট বা পাস বাজেয়াফত করা হইবে এবং তাহাকে গাড়ী হইতে নামাইয়া দেওয়া যাইবে।

১২০। রেলগাড়ীতে মাতলামি বা উপদ্রব করা : যদি কেহ মাতাল হইয়া রেলগাড়ীতে ভ্রমণ করে কিংবা অশালীন ব্যবহার বা অশ্লীল ভাষা ব্যবহার করে কিংবা ইচ্ছাকৃতভাবে অন্যান্য যাত্রীদের ভ্রমণের আরাম-আয়াসে বাধা সৃষ্টি করে বা আলো নিবাইয়া দেয়, তাহা হইলে তাহাকে ৫০ টাকা পর্যন্ত জরিমানাদণ্ডে দণ্ডিত করা হইবে। ইহা ছাড়া তাহার প্রদত্ত ভাড়া এবং সংগৃহীত পাস বা টিকেটও বাজেয়াফত করা হইবে এবং রেল কর্মচারী কর্তৃক তাহাকে রেলগাড়ী হইতে নামাইয়া দেওয়া যাইবে।

১২০(ক)। লাইসেন্স ব্যতীত রেলগাড়ীতে ক্যানভাস করা : কেহ রেল প্রশাসনের লাইসেন্স ব্যতীত অথবা উহার শর্ত লংঘন করিয়া গাড়ীর ভিতরে কোন দ্রব্য বিক্রয়ের ক্যানভাস করিলে ২৫০ টাকা পর্যন্ত জরিমানাদণ্ডে দণ্ডিত হইবে এবং তাহাকে গাড়ী হইতে নামাইয়া দেওয়া যাইবে।

১২১। রেল কর্মচারীকে তাহার কর্তব্যকর্মে বাধাদান : কোন ব্যক্তি যদি ইচ্ছাকৃতভাবে কোন রেল কর্মচারীকে তাহার কর্তব্যকর্ম সম্পাদনে

বাধাদান করে অথবা বিঘ্ন সৃষ্টি করে তাহা হইলে তাহাকে এক শত টাকা পর্যন্ত জরিমানাদণ্ডে দণ্ডিত করা হইবে।

১২২। রেলগাড়ীতে অনধিকার প্রবেশ এবং অনধিকার প্রবেশ হইতে বিরত থাকিতে অস্বীকৃতি: (১) যদি কেহ অবৈধভাবে রেলগাড়ীতে আরোহণ করে, তাহা হইলে উক্ত ব্যক্তি ২০ টাকা পর্যন্ত [illegible] দণ্ডিত হইবে।

(২) অনুরূপ অবৈধভাবে রেলগাড়ীতে আরোহণের পর রেল কর্মচারীর অনুরোধ সত্ত্বেও যদি কেহ গাড়ী হইতে নামিতে অস্বীকার করে তাহা হইলে সে ৫০ টাকা পর্যন্ত জরিমানাদণ্ডে দণ্ডিত হইবে এবং রেল কর্মচারী দ্বারা তাহাকে গাড়ী হইতে নামাইয়া দেওয়া যাইবে।

১২৩। বাস ড্রাইভার কর্তৃক রেল কর্মচারীর নির্দেশ অমান্য করণ: যদি কোন ট্রাম, বাস বা অন্য কোন মোটরযানের চালক অথবা কণ্ডাকটর রেলপথের এলাকায় প্রবেশ করিয়া উক্তরূপ যানবাহনের গতিবিধি সম্পর্কে কোন রেল কর্মচারী অথবা কোন পুলিস অফিসারের নির্দেশ অমান্য করে তাহা হইলে সে ২০ টাকা পর্যন্ত জরিমানাদণ্ডে দণ্ডিত হইবে।

১২৪। রেল ক্রসিং-এর গেট খোলা এবং ঠিকমত বন্ধ না করা: কোন ইঞ্জিন অথবা রেলগাড়ী আসিবার সময় রেল ক্রসিং-এর উপর দিয়া চলাচলের রাস্তার গেট যদি কেহ খোলে অথবা খুলিবার চেষ্টা করে কিংবা কোন যানবাহন বা কোন পশু বা জীবজন্তু প্রভৃতি যাইতে দেয় অথবা গেটরক্ষকের (gate-keeper) অনুপস্থিতিতে উহা খুলিয়া নিজ দায়িত্বে কোন যানবাহন কিংবা পশু বা জীব-জানোয়ার প্রভৃতি উক্ত গেট দিয়া পার করিয়া উহা বন্ধ না করিয়া চলিয়া যায় তাহা হইলে সেই ব্যক্তি ৫০ টাকা পর্যন্ত জরিমানাদণ্ডে দণ্ডিত হইবে।

১২৫। গবাদি পশুর অনধিকার প্রবেশ: (১) যদি কেহ রেলপথের পার্শ্ববর্তী বেড়া দেওয়া বেরা জমির ভিতরে কোন গবাদি পশু ছাড়িয়া দেয় তাহা হইলে সেই ব্যক্তি তাহার উক্তরূপ প্রতিটি পশুর জন্য ৫ টাকা করিয়া জরিমানাদণ্ডে দণ্ডিত হইবে। ইহা ভিন্ন ১৮৭১ সালের গবাদি পশুর অনধিকার প্রবেশ আইনের বিধান মোতাবেক আদায়যোগ্য অর্থ আদায় করা যাইবে।

(২) বেআইনীভাবে যদি কেহ কোন পশু তাড়াইয়া ইচ্ছাকৃতভাবে উক্ত বেড়ার ভিতর ঢুকাইয়া দেয় তাহা হইলে সেই ব্যক্তি উক্তরূপ প্রতিটি পশুর জন্য ১০ টাকা করিয়া জরিমানাদণ্ডে দণ্ডিত হইবে। ইহা ভিন্ন ১৮৭১ সালের গবাদি পশুর অনধিকার প্রবেশ আইনের বিধান মোতাবেক আদায়-যোগ্য অর্থ আদায় করা যাইবে।

(৩) এই ধারার অধীনে আরোপিত জরিমানা আদালতের আদেশ অনুসারে ১৮৭১ সালের গবাদি পশুর অনধিকার প্রবেশ আইনের ২৫ ধারায় বর্ণিত পদ্ধতিতে আদায় করা হইবে।

(৪) ১৮৭১ সালের গবাদি পশুর অনধিকার প্রবেশ আইনের ১১ এবং ২৬ ধারায় বর্ণিত সর্বসাধারণের ব্যবহার্য পথ বলিতে রেলপথকেও বুঝাইবে এবং এইরূপ ক্ষেত্রে উক্ত আইনে উল্লিখিত ধারাসমূহে পুলিস অফিসারকে প্রদত্ত ক্ষমতা কোন রেল কর্মচারীও প্রয়োগ করিতে পারিবেন।

(৫) এই আইনের অত্র ধারায় বর্ণিত গবাদি পশু বলিতে ১৮৭১ সালের গবাদি পশুর অনধিকার প্রবেশ আইনে বর্ণিত একই অর্থ বুঝাইবে।

১২৬। দুরভিসন্ধিমূলকভাবে কোন রেলগাড়ী ধ্বংস করা অথবা ধ্বংস করার চেষ্টা: কেহ যদি কোন যাত্রীর নিরাপত্তা বিপন্ন করিবার উদ্দেশ্যে রেল লাইনের উপর কাঠ, পাথর কিংবা অন্য কোন দ্রব্য রাখে অথবা কোন রেল লাইনের কোন অংশ বা সংযোগ স্থল খুলিয়া ফেলে বা স্থানান্তরিত করে অথবা কোন যন্ত্র বিকল কিংবা নষ্ট করিয়া দেয় বা রেলপথের কোন আলোক সংকেত লুক্কায়িত বা স্থানান্তরিত করে অথবা এই জাতীয় অন্য কোন কাজ করে এবং করিতে চেষ্টা করে তবে সেই ব্যক্তি যাবজ্জীবন কারাদণ্ড অথবা ১০ বৎসর পর্যন্ত সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত হইবে।

১২৭। দুরভিসন্ধিমূলকভাবে রেলযাত্রীকে আহত করা: যদি কোন ব্যক্তি বেআইনীভাবে কোন রেলগাড়ী বা উহার কোন অংশের উপর জ্ঞাতসারে এবং ইচ্ছাকৃতভাবে উক্ত গাড়ীতে ভ্রমণরত অথবা অবস্থানকারী কোন যাত্রীর জীবনের নিরাপত্তা বিঘ্নিত করার উদ্দেশ্যে ইট, পাথর, কাঠ প্রভৃতি বস্তু নিক্ষেপ করে এবং যাহার দ্বারা কোন

যাত্রীর জীবনের নিরাপত্তা ব্যাহত হয়, তাহা হইলে উক্ত ব্যক্তি যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর অথবা দশ বৎসর কারাদণ্ডে দণ্ডিত হইবে।

১২৮। ইচ্ছাকৃত কার্যের দ্বারা রেলযাত্রীর নিরাপত্তা বিপন্ন করা: কোন ব্যক্তি যদি ইচ্ছাকৃতভাবে কোন বেআইনী কার্যের দ্বারা অথবা ইচ্ছাকৃতভাবে কোন কার্য অথবা অবহেলা করিয়া কোন কর্তব্য পালন না করিয়া কোন রেলযাত্রীকে রেলপথে ভ্রমণে বাধা সৃষ্টি করে অথবা [illegible] প্রচেষ্টা চালায় এবং যাহার ফলে উক্ত গাড়ীতে ভ্রমণরত অথবা অবস্থানকারী কাহারও জীবন বিপন্ন হয় তাহা হইলে উক্ত ব্যক্তি দুই বৎসর পর্যন্ত কারাদণ্ডে দণ্ডিত হইবে।

১২৯। বেপরোয়া ও অবহেলামূলক কার্যের দ্বারা রেলযাত্রীর নিরাপত্তা বিপন্ন করা: যদি কোন ব্যক্তি বিপজ্জনক বা বেপরোয়া কার্যের দ্বারা অথবা অবহেলা করিয়া আইনসঙ্গত কোন কর্তব্যকর্ম বর্জন করিয়া কোন যাত্রীর জীবন বিপন্ন করে, তবে তাহার এক বৎসর পর্যন্ত কারাদণ্ড অথবা জরিমানা কিংবা উভয় প্রকারের দণ্ড হইবে।

১৩০। শিশু বা নাবালক কর্তৃক রেলযাত্রীদের বিপন্ন করা সম্পর্কিত বিশেষ বিধান: ১২ বৎসরের কম বয়স্ক কোন শিশু বা নাবালক পূর্ববর্তী চারটি ধারায় বর্ণিত কোন অপরাধ করিলে এবং উহার জন্য দণ্ডিত হইলে, দণ্ডবিধির ৮২ অথবা ৮৩ ধারায় যাহাই থাকুক না কেন, আদালত পিতা কিংবা অভিভাবকের নিকট হইতে কোন নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে তাহার সৎস্বভাব বা আচরণের জন্য মুচেলকা গ্রহণ করিতে পারিবেন এবং তাহার পিতা কিংবা অভিভাবক অনুরূপ মুচেলকা প্রদান না করিলে ৫০ টাকা পর্যন্ত অর্থদণ্ডে দণ্ডিত হইবে।

১৩০(ক)। সন্দেহজনক চোরকে গ্রেফতার ও তল্লাশ করার ক্ষমতা: বর্তমানে বলবৎ অন্যান্য আইনে যাহাই থাকুক না কেন এই প্রসঙ্গে রেল প্রশাসনের ক্ষমতাপ্রাপ্ত হেড ওয়াচম্যানের নিম্নপদস্থ নয় এমন কোন রেল কর্মচারী ওয়ার্কশপ বা কারখানার নিযুক্ত অথবা কারখানা এলাকায় অথবা স্টোর, ডিপো অথবা অন্য কোন রেলওয়ে এলাকায় রেল প্রশাসনের কোন সম্পত্তি কোন কার্যে ব্যবহার বা প্রয়োগের ক্ষেত্রে কেহ উহা আত্মসাত অথবা অপসারণ করিতেছে বলিয়া সন্দেহ করে, তাহাকে গ্রেফতার করিয়া তল্লাশ করিতে পারিবে।

১৩১। কতিপয় ধারায় অপরাধের জন্য গ্রেফতার: (১) কোন ব্যক্তি অত্র আইনের ১০০, ১০১, ১১৯, ১২০, ১২১, ১২৬, ১২৭, ১২৮ অথবা ১২৯ অথবা ১৩০ ধারার (১) উপধারায় বর্ণিত অপরাধ করিলে, অপরাধীকে যে-কোন রেল কর্মচারী অথবা পুলিস অফিসার অথবা রেল কর্মচারী বা পুলিস অফিসার কর্তৃক এই প্রসঙ্গে সাহায্যের জন্য আবেদনপ্রাপ্ত যে-কোন ব্যক্তি বিনা-ওয়ারেন্টে গ্রেফতার করিতে পারিবে।

(২) উক্তরূপ গ্রেফতারকৃত ব্যক্তিকে অনতিবিলম্বে উক্ত অপরাধের বিচারের ক্ষমতাসম্পন্ন কোন ম্যাজিস্ট্রেটের সম্মুখে বিচারের জন্য অথবা বিচারের উদ্দেশ্যে অন্য কোন আদালতে প্রেরণ বা সোপর্দ করার জন্য হাজির করিতে হইবে।

১৩২। পলায়ন করিতে পারে এইরূপ ব্যক্তি এবং অজ্ঞাতনামা ব্যক্তিকে গ্রেফতার: (১) যদি কোন ব্যক্তি পূর্ববর্তী সর্বশেষ ধারাসমূহ ব্যতীত অত্র আইনের অন্য কোন ধারার অধীনে কোন অপরাধ করে অথবা ১১৩ ধারার অধীনে রেল প্রশাসন কর্তৃক দাবিকৃত অতিরিক্ত ভাড়া প্রদান করিতে অস্বীকার করে এবং যেক্ষেত্রে এইরূপ বিশ্বাসের কারণ থাকে যে উক্ত ব্যক্তি পলায়ন করিতে পারে এবং তাহার নাম ও ঠিকানা অজ্ঞাত এবং দাবি করা সত্ত্বেও সে তাহার নাম ও ঠিকানা প্রকাশ করিতে অস্বীকার করে অথবা যেখানে এইরূপ বিশ্বাসের কারণ থাকে যে উক্ত ব্যক্তি কর্তৃক প্রদত্ত নাম ও ঠিকানা সত্য নহে, তাহা হইলে সেইক্ষেত্রে কোন রেল কর্মচারী অথবা কোন পুলিস অফিসার অথবা পুলিস বা রেল কর্মচারীর আবেদনক্রমে সাহায্যকারী কোন ব্যক্তি বিনা-ওয়ারেন্টে তাহাকে গ্রেফতার করিতে পারিবে।

(২) উক্তরূপ গ্রেফতারকৃত ব্যক্তিকে তাহার সঠিক নাম ও ঠিকানা পাওয়া গেলে এবং প্রয়োজন মোতাবেক ম্যাজিস্ট্রেটের সম্মুখে হাজির হইবে এই মর্মে মুচলেকা প্রদান করিলে তাহাকে জামীনে মুক্তি দেওয়া যাইবে।

(৩) উক্তরূপ গ্রেফতারকৃত কোন ব্যক্তির সঠিক নাম ও ঠিকানা পাওয়া না গেলে তাহাকে অনতিবিলম্বে যথাযোগ্য এখতিয়ারসম্পন্ন নিকটবর্তী কোন ম্যাজিস্ট্রেটের সম্মুখে হাজির করিতে হইবে।

১৩৩। **এই আইনের অধীনে ম্যাজিস্ট্রেটের এখতিয়ার :** এই আইনের অধীনে কোন অপরাধের বিচার দ্বিতীয় শ্রেণীর ক্ষমতাসম্পন্ন ম্যাজিস্ট্রেটের নিম্নে নয় এমন যে-কোন ম্যাজিস্ট্রেট করিতে পারিবেন।

১৩৪। **বিচারের স্থান :** (১) অত্র আইনের অধীনে প্রণীত কোন বিধির আওতাধীনে কোন ব্যক্তি কোন অপরাধ করিলে উক্ত ব্যক্তির বিচার যে স্থানে সে অবস্থান করে সেই স্থানে অথবা সরকার কর্তৃক এই প্রসঙ্গে ঘোষিত স্থানে অনুষ্ঠিত হইতে পারিবে। বলবৎ অন্য যে-কোন আইনের বিধান মোতাবেক অন্য যে-কোন স্থানেও তাহার বিচার অনুষ্ঠিত হইতে পারিবে।

(২) অত্র ধারার (১) উপধারায় বর্ণিত ঘোষণা সরকারী গেজেটে প্রকাশিত হইতে হইবে এবং সরকারের নির্দেশ মোতাবেক জনসাধারণের অবগতির জন্য উক্ত গেজেটের একটি কপি এইরূপ প্রত্যেকটি স্টেশনে প্রকাশ্য স্থানে টানাইয়া রাখিতে হইবে।

CHAPTER X

দশম অধ্যায়

১৩৫। **রেলপথের উপর স্থানীয় সংস্থাসমূহের করধার্য করণ :** অন্য যে-কোন আইনে বিপরীত যাহাই থাকুক না কেন অথবা চুক্তিপত্রে বা কোন রোয়েদাদে বিপরীত যাহাই থাকুক না কেন, নিম্নলিখিত বিধির দ্বারা রেলপথের জন্য রেল প্রশাসনের উপর স্থানীয় সংস্থাসমূহের কর ধার্য করণ নিয়ন্ত্রিত হইবে। যথা :—

(১) রেল প্রশাসন কর্তৃক স্থানীয় সংস্থাকে কর প্রদান করিতে হইবে, এই মর্মে সরকারী ঘোষণা সরকারী গেজেটে প্রকাশিত না হওয়া পর্যন্ত রেল প্রশাসন এইরূপ কোন কর প্রদানের জন্য দায়ী হইবে না;

(২) উল্লিখিত (১) অনুচ্ছেদের অধীনে সরকারী ঘোষণা বলবৎ থাকাকালীন রেল প্রশাসন সরকারী ঘোষণায় নির্ধারিত পরিমাণে অথবা এই প্রসঙ্গে সরকার কর্তৃক নিযুক্ত কোন অফিসার কর্তৃক বিভিন্ন সময় নির্ধারিত পরিমাণে কর প্রদান করিতে বাধ্য থাকিবে;

(৩) এই ধারার অধীনে (১) অনুচ্ছেদে বর্ণিত বিজ্ঞপিত ঘোষণা সরকার প্রত্যাহার বা রদবদল করিতে পারিবেন;

(৪) এই ধারার কোন বিধান রেলপথে, পানি ও বিদ্যুৎ সরবরাহ এবং রেলওয়ে অফিস বা স্টেশনের ময়লা পরিষ্কারের জন্য রেল প্রশাসন কর্তৃক স্থানীয় সংস্থাসমূহের সহিত কোন প্রকার চুক্তি সম্পাদনের পথে কোন বাধা বা প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করবে না;

(৫) এই ধারায় স্থানীয় কর্তৃপক্ষ বলিতে ১৮৯৭ সালের "জেনারেল ক্লজেজ অ্যাক্ট"-এ বর্ণিত স্থানীয় কর্তৃপক্ষকে বুঝাইবে এবং ইহার মধ্যে যে-কোন কর্তৃপক্ষ যাহা আইনসঙ্গতভাবে কোন নদীর সংরক্ষণের জন্য ন্যস্ত তহবিলের নিয়ন্ত্রণ ও তত্ত্বাবধান ও রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্বে নিয়োজিত তাহাও অন্তর্ভুক্ত হইবে।

১৩৬ **ডিক্রী কার্যকরী করণে রেলওয়ে সম্পত্তি ব্যবহারে বাধা :** (১) রেলপথে গাড়ী চলাচলে ব্যবহৃত এবং রেল প্রশাসন কর্তৃক সরবরাহকৃত রেল ইঞ্জিন, গাড়ী, অন্যান্য যানবাহন এবং যাবতীয় যন্ত্রপাতি এবং রেলওয়ে কারখানায় ব্যবহৃত যাবতীয় মেশিনপত্র ইত্যাদির কোন কিছুই সরকারী পূর্ব-অনুমোদন ব্যতীত স্থানীয় কর্তৃপক্ষের অনুকূলে প্রদত্ত কোন আদালতের ডিক্রী কার্যকরী করার ব্যাপারে ব্যবহার বা আটক করা চলিবে না।

(২) অবশ্য (১) উপধারার কোন বিধান আদালতের কোন ডিক্রী বা আদেশ কার্যকরী করার ব্যাপারে রেলপথের কোন আয় বা উপার্জনকে আটক করার ক্ষেত্রে আদালতের কর্তৃত্বকে ব্যাহত বা রোধ করিবে না।

১৩৭। **দণ্ডবিধির নবম অধ্যায়ের উদ্দেশ্যে রেল কর্মচারী সরকারী কর্মচারী বলিয়া বিবেচিত :**

(১) বাতিল।

(২) বাতিল।

(৩) কোন রেল কর্মচারী ব্যক্তিগতভাবে অথবা কোন প্রতিনিধির মারফত স্বতন্ত্রভাবে অথবা যৌথভাবে ৫৫ অথবা ৫৬ ধারার অধীনে নিলামে কোন রেলওয়ে সম্পত্তি ক্রয় করিতে পারিবে না; অথবা রেল প্রশাসনের কোন নির্দেশ অমান্য করিয়া এই প্রসংগে কোন ব্যবসায়ে নিয়োজিত হইতে পারিবে না।